হজরত মূসা

আবু আহ্‌মদ আবদুল ওয়াসে
প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৯২৭

বার আনা

প্রকাশক
ওয়াজিদ আলি খান
ভারতী লাইব্রেরী
বাঙ্গালাবাজার
ঢাকা

প্রিণ্টার—শ্রীদুর্গামোহন চৌধুরী
এসোসিয়েটেড্ প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোং লিমিটেড্
৪০, কলতাবাজার, ঢাকা

আমার বড় ভাই

মৌলভী শামসুজ্জমান

মরহুম সাহেবের

পবিত্র আত্মার উদ্দেশে

আমার অতি সাধের

হজরত মুসা

উৎসর্গ করিলাম

আবু আহমদ আবদুল ওয়াসে

নূরপুর—মৌলভী বাড়ী

ময়মনসিংহ

হজরত মুসা

১

হজরত মুসার বংশ পরিচয় ও জন্ম।

মেহেরবান আল্লাহ্-তা'আলা যুগে যুগে দুনিয়াতে পয়গম্বর পাঠাইয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছেন। এক পয়গম্বরের প্রভাবে জগতের যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকে, মানুষ আল্লাহ্-তা'আলাকে চিনে, আল্লাহ্-তা'আলার কাজে আত্ম-নিয়োগ করে—তার অন্তরে ভয়-ভক্তি জাগে। আবার যখন আল্লাহ্-তা'আলার নির্দ্দেশ অনুযায়ী পয়গম্বর নশ্বর জগত পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বতের দিকে প্রয়াণ করেন, তখন জগতের রীতি-নীতি পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। প্রাণী-জগতে মত-বৈষম্য দেখা দেয়, ফলে উহা চরমে উঠিয়া মানুষে-ইতরে প্রভেদ থাকে না। তখনই দ্বিতীয় ভাব-বাদীর অভ্যুদয় হয়।

আবাহমানকাল হইতে দুনিয়াতে এই বিধান চলিয়া আসিতেছে। পহেলা মানুষ ও পহেলা নবী হজরত আদমের পর, তাঁহার বংশধর হইতে যুগে যুগে বহু পয়গম্বর পয়দা হইয়া, স্বীয় কার্য্য সমাপ্ত করিয়া এন্তেকাল

করিয়াছেন। হজরত আদমের বহু জমানা পরে, তাঁহার বংশধর হজরত ইয়াকুবের য়ুসুফ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। এই হজরত য়ুসুফ জন্মভূমি কিনান হইতে ধৃত হইয়া মিসর দেশের বাদশাহ্ আজীজের নিকট গোলামরূপে বিক্রিত হন। এই স্থানেও নানা প্রবঞ্চনায় পড়িয়া তাঁহাকে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আল্লাহ্-তা'আলার কুদরতে কারামুক্তির পর, তিনি মিসর দেশের বাদশাহ্ হন। প্রকৃতির রঙ্গভূমি মিসরের মনাফত শহর তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহারই বংশধরগণ বনি-ইসরাইল বা সিব্তি নামে পরিচিত; আর মিসরের আদিম অধিবাসী ও ঔপনিবেশিকগণ কিব্তি নামে অভিহিত।

হজরত য়ুসুফের এন্তেকালের পর, তাঁহার বংশধরগণ কিছুকাল মিসরে রাজত্ব করেন, কিন্তু অচীরেই বিশাল মিসর রাজ্য ধ্বংসোন্মুখী হইয়া কিব্তিদিগের হস্তগত হয়। হজরত য়ুসুফের পর বহুকাল যাবৎ জগতে আর কোনও পয়গম্বরের আবির্ভাব হয় নাই। কাজেই মিসর রাজ্যও আর উদ্ধার হয় নাই। এই সময়ে মিসরের অধিপতিগণ 'ফেরাউন' নামে বিখ্যাত ছিল। মিসরের শেষ কিব্তি বাদশাহ্ অলিদ-ইব্নে-মাসায়েবের রাজত্বকালে, ইসরাইল ইমরান-ইব্নে-নাসীরের ঔরষে বিবি নুখায়েলের গর্ভে, ফেরাউনের দুশ্মন হজরত মুসার জন্ম হয়।

অলিদ-ইব্নে-মাসায়ের পূর্ণ চারি শত বৎসরকাল অক্ষত স্বাস্থ্যে মিসরে রাজত্ব করে। তাহার জীবনের কথা অতি কৌতুহলজনক। অলিদ বল্খের অধিবাসী দরিদ্র মাসায়েবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। আজন্ম দুঃখী অলিদ পেটের দায়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চাকুরীর তালাশে মিসরে আগমন করে। মিসরে প্রবেশকালে, ছিয়াহাতের পথে, হামান নামক

এক ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। বাক্যালাপের পর উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য জন্মে ; ইহার ফলে, উভয়েই পরস্পরকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মিসরে প্রবেশ করে। সে কালে মিসর ইসরাইলদিগের হস্তগত ছিল। অলিদ রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়া, চাকুরীর দরখাস্ত করিলে, বাদশাহ্ তাহাকে শহরের গোর-রক্ষী পদে নিযুক্ত করিলেন, এবং শবদেহ সমাহিত করিবার কালে প্রত্যেক শবের জন্য এক দিরহাম করিয়া মাশুল লইবার আদেশ প্রদান করেন। আল্লাহ্-তা'আলার কুদরতে সেই বৎসর দেশে মহামারী দেখা দিয়া সর্ব্বত্র লোক মরিতে থাকে ; ফলে সেই বৎসর অলিদের অনেক টাকা হস্তগত হইল। অলিদের ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র বিমল প্রভা বিকাশ করিতে লাগিল।

কতিপয় দিবস মধ্যেই অলিদ বাদশাহের সু-দৃষ্টিতে পড়িয়া সৈন্যাধ্যক্ষের পদ লাভ করে। অলিদের কার্য্যকুশলতা গুণে বাদশাহ্ তাহার উপর প্রসন্ন হইলেন।

কিছুকাল পরে যখন বাদশাহের উজির কালকবলে নিপতিত হইল, চতুর অলিদ বাদশাহের আনুকূল্যে উজিরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দ্বিগুণ প্রভাবে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিল। কালক্রমে যখন স্বয়ং বাদশাহ্ কালগ্রাসে পতিত হইলেন, সমগ্র মিসর রাজ্য তখন অলিদের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। সুতরাং অলিদ ফেরাউন উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুযায়ী হামানকে উজিরের পদে নিযুক্ত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বনি-ইসরাইলদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল। ইসরাইলদিগের মৌরসী জায়গীর ও উচ্চপদসমূহ ছিনাইয়া নিয়া কিবতিদিগকে প্রদান করিল। কিবতিগণ

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর সিবতিগণ অধমে পরিণত হইল। দেশের নিকৃষ্ট কার্য্যসমূহ তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইতে লাগিল। কিছুকাল রাজত্বের পর ফেরাউনের দাম্ভিকতা অহমিকার চরমে উঠিল।

এমন কি খোদায়ীর প্রবলাকাঙ্ক্ষা তাহার মনে উদয় হইল। একদা ফেরাউন হামানকে ডাকিয়া ফেরাউনের দুরাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে অভিমত চাহিল। দুর্ম্মতি হামান বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া উত্তর করিল, "বাদশাহ্! খোদায়ীর দাবী করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। মানুষের খোদায়ীর দাবী করিবার কতকগুলি উপকরণ আছে। প্রথমতঃ দেশ হইতে একেশ্বর বাদের মূলোৎপাটন করিতে হইবে। দ্বিতীয়, বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মোপদেশ দেশ হইতে একবারে উঠাইয়া দিতে হইবে। যখন লোক অজ্ঞানতার তিমিরে পড়িয়া মুক্তির পথ অন্বেষণ করিবে, তখন তাহাদের উপর খোদায়ীর দাবী করিলে অনেকটা সুফল ফলিবার কথা।"

ইহার পর বিদ্যাচর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনা দেশ হইতে একবারে উঠাইয়া দিল। চল্লিশ বৎসর মিসরবাসিগণ অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবিয়া রহিল। তারপর দুরাত্মা কিবতিদিগকে পুতুল পূজা করিতে আদেশ প্রদান করিল। কিবতিগণ বরং বিনা আপত্তিতেই ফেরাউনের আদেশ মানিয়া লইল। দুরাচারও খুশী হইয়া তাহাদের প্রতি যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদর্শন করিল। এইরূপে বিশ বৎসর প্রতিমা পূজায় অবসান হইলে, ফেরাউন স্বয়ং খোদায়ীর দাবী করিয়া বসিল এবং প্রজাদিগকে তাহার আরাধনা করিতে আদেশ প্রদান করিল।

কিবতিগণ এই আদেশে উৎসাহিত হইয়া তাহার পূজা করিতে লাগিল। বিশাল সাম্রাজ্য মিসরের প্রতি-কিবতি গৃহে গৃহে নানা নৈবেদ্য

উপচারে মহা ধূমধামে অহোরাত্র তাহার পূজা হইতে লাগিল। অপর পক্ষে সিবতিগণ তাহার আদেশ প্রাণের সহিত প্রত্যাহার করিল। কারণ যদিও তাহারা বর্ত্তমানে অজ্ঞানান্ধ, তথাপি তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ হজরত ইয়াকুব ও হজরত যুছুফের একেশ্বরবাদ রক্ত তখনও তাহাদের প্রত্যেকের শিরায় শিরায় যৎসামান্য ক্রিড়া করিতেছিল। কাজেই তাহারা মানব পূজায় বিমুখী হইয়া ফেরাউনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। ফেরাউন দেখিল সিবতি ব্যতীত রাজ্যের সর্ব্বত্রই আর সকলে তাহার গুণ গরিমা গাহিতেছে। ইহার প্রতিকার করিবার উদ্দেশ্যে ফেরাউন রাজ্যের সমুদয় সিবতিকে ডাকাইয়া আনিয়া, প্রিয়স্বরে বলিল, "দেখ সিবতিগণ! আমি সমগ্র মিসরের একচ্ছত্র অধিপতি এবং খোদা। কেবল তোমরা ব্যতীত আর সকলেই আমার এবাদত করিতেছে। অতএব তোমরাও আমাকে খোদা বলিয়া মান্য কর, পূজা কর, আমি তোমাদিগকেও তাহাদেরই মত নানা সুখ সম্ভোগের উপকরণাদি প্রদান করিব।" সিবতিগণ তাহার কথা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া দরবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। পাপীর শত প্রলোভনেও তাহারা ভুলিল না।

ফেরাউন পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের উপর খড়্গহস্ত ছিল। আজ রাজাদেশ অমান্য করাতে, রাজকীয় আইনের বলে, তখন হইতে সিবতি-দিগকে কিবতিদিগের দাসদাসীরূপে পরিণত করিল। নিরীহ সিবতিদিগের আর দুঃখের সীমা রহিল না। আবাহমান কালের স্বাধীন জীবন পরাধীনতার কঠিন নিগড়ে জড়িত হইল।

ফলতঃ, দেশের নিকৃষ্ট কার্য্যসমূহ তাহাদেরই স্কন্ধে পতিত হইল। ফেরাউনের এই অমানুষিক নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য করিয়াও ধর্ম্মভীরু

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইসরাইলগণ ধর্ম্মপথ হইতে একপদও বিচ্যুত হইল না। অনিবার অত্যাচারের ফলে, তাহাদের ধর্ম্মপরায়ণতা আরও দৃঢ় হইতে লাগিল। সিবতিদিগের ধর্ম্মপ্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে ফেরাউনের কঠোরতাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

হজরত মুসার জন্ম বিবরণ।

একদা ফেরাউন গভীর রজনীতে স্বপ্নাবেশে দেখিতে পাইল যে বায়তুলমুক্কাদ্দাস্ অর্থাৎ জেরুসালেম হইতে এক বিভীষিকময়ী প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া তাহার রাজদুর্গে পতিত হইয়াছে। উক্ত পাবক-শিখার দুর্দ্দন্ত তাপে সিবতি-বাস ভূমি ব্যতীত বাকী সমগ্র মিসর দাগ্ধিভূত হইয়াছে। ইহার কিছুদিন পর আবার স্বপ্নে দেখিল যে, সিব্তি-দিগের গ্রাম হইতে এক ভীষণ বিষধর সর্প নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে বেগে দৌড়াইতেছে। ভুজঙ্গ ভয়ে ভীত ফেরাউন ভয়ে জড়সর হইয়া সিংহাসন হইতে ধরণী তলে লুটাইয়া পড়িল। উক্ত বিভীষিকাময়ী স্বপ্ন দেখিয়া ফেরাউন চমকিয়া উঠিল। চিন্তা ভুজঙ্গিনী তাহার হৃদয় মূলে তীব্র দংশন করিতে লাগিল। ফেরাউন প্রত্যূষে নজ্জুমদিগকে ডাকাইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করিল। নজ্জুমগণ অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, "জাঁহাপনা! জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জ্ঞাত হইলাম যে, তিন বৎসরের মধ্যে হজরত ইয়াকুবের বংশধর হইতে এক বুদ্ধিমান বালক জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার কঠোর হস্তের সম্মুখে আপনার বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে, এবং সে কিবতিগণসহ আপনাকে নীল দরিয়ায় ডুবাইয়া মারিবে।"

ইহার কিছুকাল পর ফেরাউনকে উদ্দেশ করিয়া গায়েব হইতে শব্দ

হইল, "আয় ফেরাউন! তুমি ইসরাইলদিগের উপর আর উপদ্রব করিও না, সময় অতি সন্নিকটে। তাহাদের মধ্য হইতে এক মেধাবি বালক জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার রাজ্য ধূলিসাৎ করিবে"। ইহা শ্রবণ করিয়া ভীত ফেরাউন ক্ষিপ্তের মত জাগিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইসরাইল-দিগের পাড়ায় পাড়ায় চৌকিদার নিযুক্ত করিয়া, প্রত্যেক বাড়ীতে একজন করিয়া ধাত্রী নিয়োগ করিয়া ইসরাইলদিগের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে কতল করিয়া ফেলিতে আদেশ প্রদান করিল। দুরাত্মার কঠোর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে সিবতিদের সদ্য প্রসূত কচি কুসুমবৎ শিশুসন্তানগুলি স্নেহ পূর্ণ মাতৃ বক্ষ হইতে জোরে অপসারিত হইয়া, কঠিন হৃদয় রাজ পুরুষদের তীক্ষ্ণ তরবারীর নীচে অবাধে গড়াইয়া মিসর ভূমি কলঙ্কিত হইতে লাগিল।

উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর এরূপ ভীষণ নরহত্যার উপর দিয়া চলিয়া গেলে, দেশে সিবতি পুরুষের সংখ্যা খুব কমই পরিলক্ষিত হইল। পক্ষান্তরে কিবতিদিগের দাসদাসীর বড় অভাব পড়িয়া গেল। অতএব দেশের সমগ্র কিবতি একত্র হইয়া সিবতিদিগের সন্তান বধ করিবার প্রথা উঠাইয়া দিতে ফেরাউনের সম্মুখে দরখাস্ত করিল। দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। ফেরাউনের আদেশে তখন এক বৎসরের জন্য সিবতিদিগের সন্তান হত্যা স্থগিত হইল। ঠিক এই সময়ে হজরত হারুণ জন্মগ্রহণ করেন। পরবৎসর নর রক্ত পিপাসু ফেরাউন পুনরায় শিশু বধের আদেশ প্রচার করিল। আবার নিরপরাধ শিশুগুলি জালিমের তরবারীর মুখে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল, সমগ্র সিবতি মহাল্লায় হাহাকার পড়িয়া গেল। নজুম-গণ আবার আসিয়া করযোড়ে আরজ করিল, "জাঁহাপনা! যে শিশু-

দ্বারা আপনার বিশাল সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইবে, সেই শিশু অদ্য রাত্রেই মাতৃগর্ভে পয়দা হইবে।" নজুমের কথা শুনিয়া ফেরাউনের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, শরীর শিহরিয়া উঠিল; জাগ্রত ফেরাউন চক্ষের সম্মুখে নানা বিভীষিকা পূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়া মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। পরন্তু আদেশ প্রচার করিল যে, দেশের সিবতিদিগকে আগামী কল্য হইতে স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে, কিন্তু তাহাদিগকে আমার একটী মাত্র বাক্য প্রতিপালন করিতে হইবে। আমার বাক্যও বিশেষ কিছু নহে, কেবল অদ্য রাত্রির জন্য শহরের যাবতীয় পুরুষ বনি ইসরাইল-দিগকে, স্ত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিকান্দরী নামক স্থানে বাস করিতে হইবে। আমি প্রভাতে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিব।

পাপীর অহোরাত্র নির্ম্মম অত্যাচারে জর্জ্জরিত ইসরাইলগণ দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিল। ইসরাইল বংশীয় আসিয়া-ইব্‌নে-মুজাহেম দুরন্ত ফেরাউনের রাণী ছিলেন। পাছে তাহার গৃহ হইতে উক্ত কালভুজঙ্গ শিশু জন্ম গ্রহণ করে এই সন্দেহে স্বয়ং ফেরাউন বিবি আসিয়া সহ উক্ত দিবস সিকান্দরীতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় আদেশ কতদূর প্রতি-পালিত হইতেছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। যিনি বিশ্বনিয়ন্তা খোদা, তাঁহার অপার মহিমাময় কৌশল চাতুর্য্যে হস্তক্ষেপ করে কাহার সাধ্য? যাঁহার রচনা নৈপুণ্যে ভীষণ সাহারায়ও ক্ষণিকে জগতের অতুল কুসুম মুকুলিত হইতে পারে, তাঁহার রচনা কুশলতা কি দুরন্ত ফেরাউনের সামান্য বিঘ্নে পরাস্ত হইবে?—কখনই না। তাঁহার ইচ্ছা শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও অঙ্কুরিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সিবতিগণ মিসরের সম্পূর্ণ হীন কার্য্য ভার

মস্তকে বহন করিয়াছিল। হজরত মুসার পিতা ইমরান-ইবনে-নাসীরও ফেরাউনের কূটনীতির আবর্ত্তে পতিত হইয়া, তাহার দৌবারিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ফেরাউন সিকান্দরী গমনকালে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। ফেরাউনের রাণী পুণ্যবতী আসিয়া হজরত ইমরানের খুল্ল-তাত ভগ্নী ছিলেন। সেই সূত্রে ইমরান ও তদীয় জায়া বিবি নুখায়েলের রাজ বাটীতে পূর্ব্ব হইতেই যাতায়াত ছিল। চিরন্তন বিধানে বিবি নুখায়েল আজও বিবি আসিয়ার নিকট সিকান্দরীতে বেড়াইতে যাইয়া, লোকের অলক্ষে স্বামী ইমরানের প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ঠ হইলেন। আল্লাহ্-তা'আলার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। গভীর রজনীতে নজ্জুমগণ কোলাহল করিয়া উঠিয়া কহিল, 'এইক্ষণেই ফেরাউনের চির শত্রু মাতৃ গর্ভে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন।'

অবিরত কোলাহলে ফেরাউনের সুখ নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিল। পাপী জাগ্রত হইয়া ইমরানকে কোলাহলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। ইমরান কিন্তু আসল কথার মুলে চাপা দিয়া বলিলেন, "আমি সঠিক সংবাদ অব-গত নহি। তবে বোধ হয় সিবতিগণ আপনার দয়া ও বদান্যতার যশো-গান করিতেছে।" ফেরাউন আর শব্দ করিল না। আবার দুগ্ধ ফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিল। কিন্তু দুর্ভাবনায় তাহার আর নিদ্রা হইল না।

খুব ভোরে নজ্জুমগণ আসিয়া ফেরাউনকে শিশুর জন্ম বৃত্তান্ত অবগত করাইল। ফেরাউন চমকিয়া উঠিল, তাহার মন দমিয়া গেল. শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল, চক্ষু নিষ্প্রভ বোধ হইতে লাগিল। বহুক্ষণ চিন্তার পর ফেরাউন ইমরানকে আদেশ করিল, "সিবতিদের প্রত্যেক গ্রামে ভীম প্রহরি নিযুক্ত করিয়া প্রতি গৃহে একজন করিয়া ধাত্রী

নিযুক্ত করিয়া দাও। আজ হইতে ইসরাইলদের যত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, বিনা এত্তেলায়ে যেন তৎক্ষণাৎ কতল করা হয়।" আদেশ অনুযায়ী ফেরাউনের ফউজ গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় প্রবেশ করিল, ধাত্রী গৃহে গৃহে গমন করিল; সঙ্গে সঙ্গে ইসরাইলদিগের কোমল কমলগুলিও অকালে কীট দষ্ট হইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বিবি নুখায়েলের গর্ভ যদিও লোক চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তথাপি গ্রাম্য প্রথানুযায়ী, তাঁহার নিকট একটি ধাত্রী থাকিতে কসুর হয় নাই।

সিবতি শিশুর শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়া, বিবি নুখায়েল কখন কখন তন্ময় চিত্তে ভাবিতেন, 'হায় যদি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তবে কি উপায়ে তাহাকে ফেরাউনের হস্ত হইতে রক্ষা করিব।' কে যেন মনের নিভৃত কোণ হইতে তাহাকে বলিত, "নুখায়েল! চিন্তা করিও না। পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তোমার ভীতির কোন কারণ নাই, স্বয়ং আল্লাহ্-তা'আলা তোমার সহায়। যখন শিশুর প্রাণ নিয়া তুমি কাতর হইবে, তখন তুমি শিশুটীকে উত্তম মঞ্জুষায় পুরিয়া নীল নদীর গভীর গর্ভে দৃঢ় মনে ভাসাইয়া দিও। দেখিবে, শিশু কুল পাইয়া তোমারই ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া মানুষ হইবে। এইজন্য তুমি চিন্তা করিও না।"

ক্রমে নুখায়েলের প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হইল। রাজচরেরাও নুখায়েলের বাড়ীতে ঘনঘন যাতায়াত করিতে লাগিল। গর্ভকাল পূর্ণ হইয়া প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, যমকিঙ্করী ধাত্রী সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। ক্ষণিক পরেই ভুবনমোহন শিশু পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।

শিশুর অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শন করিয়া, ধাত্রীর রক্ত পিপাসা একবারে

তিরোহিত হইল। সর্ব্বাগ্রে ধাত্রীই শিশুর সঙ্কটের কথা ভাবিয়া ব্যাকুল হইল। বাদশাহের হুকুমানুযায়ী শিশুকে বধ করিতেই হইবে। কিন্তু এশিশু যে, মনোমুগ্ধকারী নন্দনের পারিজাত কুসুমতুল্য, সুতরাং তাহাকে বধ করা যায় না। অগত্যা ধাত্রী বিবি নুখায়েলকে উভয়ের প্রাণ রক্ষার উপায় করিয়া দিতে বলিল। প্রত্যুৎপন্নমতি নুখায়েল তৎক্ষণাৎই খানিকটা ছেড়া কাপড়ে রক্তের ছাপ লাগাইয়া সঙ্গে কতকগুলি জীব জন্তুর হাড়েও রক্ত লাগাইয়া, একটী ছোট ঝুড়িতে ভরিয়া তাহার হাতে দিলেন। চতুরা দাই ঝুড়ি হাতে করিয়া প্রহরীর সম্মুখ দিয়া, জঙ্গলে রওয়ানা হইল। প্রতিহারি ঝুড়িতে রক্ষিত দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ধাত্রী উত্তর করিল, "আজ নুখায়েলের একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছিল। আমি স্বহস্তে তাহাকে বধ করিয়া নিক্ষেপার্থে জঙ্গলে চলিয়াছি।" প্রহরী আর কিছু বলিল না। এই সময়ে নজুমগণ রাজদরবারে আসিয় প্রচার করিল যে, এইমাত্র ফেরাউনের শক্র ভূমিষ্ট হইয়াছে। আর কথা কি! সারা শহরে শিশুকে তালাশ করিয়া বাহির করিবার ধূম পড়িয়া গেল। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী, অধতন কর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আজ কে কত শিশু কাহার বাড়ীতে বধ করিয়াছে।

ইহা শুনিয়া একটা নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী উত্তর করিল, "হুজুর! আমার পাড়ায় আজ যথেষ্ট শিশু বধ হইয়াছে, মাত্র নুখায়েলের পুত্রটী নিজহাতে বধ করি নাই। ধাত্রীর কথায় বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি।" ইহাতে ফেরাউনের মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। ফেরাউন কয়েকজন পুলিশ সহ স্বয়ং খানাতাল্লাশে আসিয়া নিঃশব্দে নুখায়েলের ঘরে ঢুকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তালাশ করিতে লাগিল।

এই সময়ে নুখায়েলের এক মাত্র কন্যা মরিয়ম কাপড়ে জড়িত শিশু ভাইটীকে বুকে করিয়া উনানের পার্শ্ব হইতে দুশ্‌মনের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। ফেরাউন লোকজনসহ নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিলে, মরিয়ম মনে মনে প্রমাদ গণিল। মরিয়ম ভাবিল, "হায়! বুঝি সোনার কমল অকালে বৃন্তচ্যুত হয়।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার দিকবিদিক জ্ঞান রহিল না। জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পড়িলে শিশুর যে, কি দশা হইবে ভ্রমেও একবার তাহা তাহার মনে হইল না। কেবল চরগণের চক্ষুর অগোচরে অন্যমনস্কভাবে শিশুটীকে জলন্ত উনানে নিক্ষেপ করিয়া হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। পুণ্যাত্মা শিশু অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়াও শব্দ করিল না। চরগণ গৃহের কোণে কোণে অন্বেষণ করিয়া কোন কিছু না পাইয়া ফিরিয়া গেল।

মরিয়মের কোল শূন্য দেখিয়া চকিত হইয়া, নুখায়েল জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিশুর কি হইল?" মায়ের কথা শুনিয়া মরিয়ম উত্তর করিল, "দুশ্‌মনের ভয়ে তাহাকে আমি উনানের ভিতরে ফেলিয়া দিয়াছি।" মাতৃপ্রাণ শিহরিয়া উঠিল, তিনি প্রাণের মায়া ছাড়িয়া উনানে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কি আশ্চর্য্য! উনানের আগুন দক্‌ দক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, ইন্ধন পুড়াইয়া ছারখার হইতেছে। কিন্তু বস্ত্র জড়িত শিশু নিরাপদে উনানে পড়িয়া রহিয়াছে। পুত্র বৎসলা মাতা উনানে পড়িয়া আরও বিস্মিতা হইলেন। জলন্ত আগুন তাঁহার কাছে ঠাণ্ডা বোধ হইল। তিনি শিশুটীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করিলেন।

২

হজরত মূসার প্রতিপালন।

নুখায়েল পুত্র কোলে তুলিয়া প্রাণ শীতল করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিন্তা দূর হইল না। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাধারাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। চিন্তার দাবানল অন্তরে রাখিয়া, মাতা শিশুপুত্রকে তিন মাস কাল বিষম কষ্টে প্রতিপালন করিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যেও উক্ত শিশুর জন্ম বিবরণ ধাত্রী, মরিয়ম ও নুখায়েল ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে নাই।

পক্ষান্তরে শিশু কোন দিন কাঁদে নাই। তবে কি না জগতের চিরন্তন বিধানকে কেহ দলন করিতে পারে না। কারণ কথা ভালই হউক আর মন্দই হউক কতদিন চাপিয়া রাখা যায়? অবশ্য কোন না কোন দিন বাহির হইয়া পড়েই। বিবি নুখায়েলের প্রসবের বিবরণও সেইরূপ বেশী দিন চাপা রহিল না। ক্রমশঃ লোক মুখে এই বিষয় বিঘোষিত হইতে লাগিল। গুপ্তচরেরাও গোপনে নুখায়েলের বাড়ীতে আনাগোনা করিতে লাগিল।

মায়ের বিশেষ সতর্কতার ফলে সন্তানের কোন বিঘ্ন ঘটিল না বটে, বিপদের আশঙ্কা কিন্তু ক্রমেই ঘনিভূত হইয়া আসিতে লাগিল। নুখায়েল যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাকে আর বাঁচাইবার উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। আল্লাহ্-তা'আলার মেহেরবানীতে শিশুটীকে নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার কথা তাহার স্মরণ হইল। গায়েবী আদেশ পালন করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া, ছালুম নামক এক মিস্ত্রিকে, শিশুর পরিমিত

একটী কাষ্ঠ মঞ্জুষা প্রস্তুত করিয়া দিতে, নুখায়েল আদেশ করিলেন। ছালুম মঞ্জুষা তৈয়ার করিয়া দিয়া শিশুর জন্ম বৃত্তান্তও জানিয়া লইল। নুখায়েল পেঁটেরা লইয়া চলিয়া গেলে, ছালুম শিশুর কথা রাজদরবারে বলিয়া পারিতোষিক পাইবার আশায় গৃহ ত্যাগ করিল। খোদার কুদ্‌রতে গৃহ নিষ্ক্রান্ত ছালুম অন্ধ হইয়া গেল। ছালুম মনে মনে ভাবিল, এই বোধ হয় সেই আলোক সামান্য শিশু। সুতরাং সে স্বীয় দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইয়া তোবা করিল এবং শিশুর উপর ইমান আনিল। এদিকে নুখায়েল প্রাণের প্রাণ শিশুপুত্রকে অশ্রুপ্লাবিত বদনে পেঁটেরায় পুরিয়া গভীরা-তামসী-রজনীতে, নীল নদীর বক্ষে দৃঢ় মনে ভাসাইয়া-দিলেন। অনুকুল স্রোতবেগে মঞ্জুষা শিশুকে বক্ষে করিয়া ফেরাউনের বাড়ীর দিকে ভাসিয়া চলিল।

মাতা আঁচলে নয়ন মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ী ফিরিয়া তাঁহার স্নেহাসিক্ত করুণ মনে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিল না। তিনি পুত্রের মায়া বিসর্জ্জন করিতে না পারিয়া, তদীয় বুদ্ধিমতি কন্যা মরিয়মকে নদীর তীরে প্রেরণ করিলেন। যাইবার কালে মরিয়মকে বলিয়া দিলেন, "মা মরিয়ম! নদীর তীরে, দুরবর্ত্তি স্থান থেকে তাঁবুয়তের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। তাঁবুয়তস্থিত শিশুর পরিণাম দশা কি হয়, তাহা লক্ষ্য করিবে যেন। সাবধান উন্নমনভাবে পরিচালিত হইয়া যেন শিশুর বধকামী হইও না।"

বুদ্ধিমতি চঞ্চলা বলিকা মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তড়িৎবেগে নদীর তীরে উপস্থিত হইল। তথায় গিয়া মরিয়ম দেখিতে পাইল যে দারুময় তাঁবুয়ত স্বর্গীয় শিশুকে বুকে করিয়া নীল নদীর ঢেউয়ের মুখে

পড়িয়া, ডুবিয়া ভাসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ক্রিড়া করিয়া বহিয় চলিয়াছে। ভ্রাতৃ স্নেহান্ধ মরিয়ম তাঁবুয়তের শোচনীয় অবস্থায় বিহ্বল হইয়া ভাবিল, "হায়! এই বুঝি নীল পয়স্বিনী দয়ামায়ার মস্তকে পদাঘাত করিয়া কাচ-শিশুকে উদরসাৎ করিল।"

তাঁবুয়ত কোন বাধা না পাইয়া ফেরাউনের আইনু-শামস্ ঘাটের দিকে চলিয়াছে। সে কালে ফেরাউনের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত শ্বেত রোগাক্রান্তা এক কন্যা ছিল। শত ঔষধ প্রয়োগেও কোন ফলোদয় হয় নাই। হকিমগণ তাহার চিকিৎসা করিতে গিয়া হার মানিলেন। কিন্তু নজুমগণ হার না মানিয়া বলিয়া দিল যে এ রোগের ঔষধ হকিম কবিরাজের নিকট নাই। পরন্তু জ্যোতিষ্কালোচনায় জ্ঞাত হইলাম যে, অমুক অমুক মাসের অমুক তারিখে, প্রদোষ উষায় আপনার আইনু-শামস্ ঘাটে একটা দারুময় তাঁবুয়ত আসিয়া লাগিবে। তাঁবুয়তের ভিতর এক জগদ্দুর্লভ পরম রূপবান শিশু পাওয়া যাইবে। উক্ত শিশুর মুখের লালাই এই রোগের অমোঘ ঔষধ হইবে।

অদ্য সেই শুভদিন। ফেরাউন স্বপরিবারে বহু চরসহ কথিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই ঘাটে যাইয়া তাঁবুয়তের অপেক্ষায় রহিল। পূর্ব্বদিকে তরুণ রবি অরুণ বেশে আঁখি খুলিল, চতুর্দ্দিক রাব করে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; লোক চক্ষুতেও ভাসিয়া উঠিল ঘাটের অনতি দূরে অনুকুল স্রোতে ছোট একটা কাষ্ঠ তাঁবুয়ত ভাসিয়া যাইতেছে। ফেরাউনের আশা কমল বিকশিত হইল, পাপা মৃদু মধুর হাসিয়া চরকে ইঙ্গিত করিল।

সন্তরণ পটু চরেরা তৎক্ষণাৎ আদেশ তামিল করিল। ফেরাউন তাঁবুয়ত খুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করিল না কিন্তু কিছুতেই খুলিতে

পারিল না। একে একে সামন্তবৃন্দ সকলেই চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল।

অবশেষে পুণ্যবতি বিবি আসিয়ার পালা আসিল। তিনি তাঁবুয়তের অর্গলে হস্ত দিবামাত্র উহা খুলিয়া গেল। খুলা মাত্রই দেখা গেল, ভিতরে এক অতি সুন্দর শিশু। হস্ত পদাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনি চুষিয়া খেলা করিতেছে।

বিবি আসিয়া ভূবন মোহন শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, এবং শিশুর মুখের লালা লইয়া পীড়িতা কন্যার অঙ্গে প্রলেপ দিলেন। খোদার কুদরতে রোগিণী তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করিল।

সকলেই শিশুকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইল, কিন্তু দুরাত্মা শয়তান হামান তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "বাদশাহ্! এই শিশু আপনার রাজ্য ভস্মসাৎ করিবে। ইহাকে এখনই বধ করিয়া আপনার রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া লউন।"

ফেরাউন বিশেষ চিন্তা করিয়া বলিল, "বটেই ত।" ইহা শুনিয়া দয়াবতী কোমল প্রাণা আসিয়ার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি স্বর্গীয় শিশুকে বুকে জড়াইয়া বিনম্র ভাবে বলিলেন, "বাদশাহ্! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। উক্ত শিশু দ্বারা আপনার আজন্ম পীড়িত কন্যার যে মহৎ উপকার হইয়াছে, তাহা সহসা কেমনে ভুলিয়া ন্যায়ের মস্তকে ভীষণ পদাঘাত করিবেন? এ যে কোমলমতি শিশু—এই শিশু দ্বারাই যে, আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইবে তাহাই বা কতটুকু সত্য? আপনি মহজ্জন হইয়া এমন কচি শিশুকে বৃথা বধ করিয়া কলঙ্কিত হইবেন না।" ইহার পর ফেরাউন শিশু বধে নিরস্ত হইলে, বিবি আসিয়া পুনরায়

বলিলেন, "বাদশাহ ! এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিশু বাদশাহের ঘরেই শোভা পায়। চলুন আমরা এই শিশুটীকে পালন করিয়া পুত্রের অভাব দূর করি। অচিরে শিশু বার্দ্ধক্যের সহায় হইবে সন্দেহ নাই।" পত্নীর বাক্যে ফেরাউনের প্রস্তর প্রাণেও পুত্র বাৎসল্য জাগিয়া উঠিল। ফেরাউন কহিল, "তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।" অতঃপর ফেরাউন শিশুটীকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিল। শিশুর নাম করণ হইল মুসা।

এখন ধাত্রীর আবশ্যক। ধাত্রীর খোঁজ পড়িয়া গেল। যথা সময়ে শহরের সকল ধাত্রী রাজবাড়ীতে আসিয়া জড় হইল। কিন্তু জড় হইলে কি হয়, শিশু কাহারও স্তন মুখে লয় না। জোর করিয়া মুখে দিলেও চল চলে, দুইটী নেত্র নীলোৎপলে এক দৃষ্টে ধাত্রীর দিকে চাহিয়া থাকে, পান করে না অথচ হাসে। এখন কি প্রকারে শিশুকে দুগ্ধ পান করাইতে হইবে, তাহাই ভাবিয়া ফেরাউন হয়রান হইয়া গেল।

এদিকে ফেরাউনের চরগণ যখন নদী বক্ষ হইতে মঞ্জুষা উঠাইতেছিল, তখন মরিয়ম দূরবর্ত্তি স্থান হইতে ইহা দেখিতেছিল। মরিয়ম আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, "হায়! যে বিপদের আশঙ্কায় পানিতে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম, তাহার হাত হইতে রক্ষার আর বুঝি উপায় নাই।"

মরিয়মের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আর এক পদও অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। দূরে অদৃশ্য স্থানে থাকিয়া দেখিল যে, লোকজন একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কিন্তু শিশুকে বধ করিবার কোন আয়োজন হইতেছে না। ইহাতে তাহার প্রাণে শান্তি ফিরিয়া আসিল; মরিয়ম ধীরে ধীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, ফেরাউন শিশুটীকে বধ না করিয়া তাহার রক্ষণার্থে ধাত্রী অন্বেষণ করিতেছে। সময় ও সুযোগ

বুঝিয়া মরিয়ম ফেরাউনকে লক্ষ্য করিয়া বিনম্র বচনে কহিল, 'বাদশাহ্! আমার অনুসন্ধানে একটী ভাল ধাত্রী আছে। সে নিশ্চয়ই সম্পুর্ণরূপে শিশুর পরিচর্য্যা করিতে পারিবে এবং তাহার শুভাশুভের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। জাঁহাপনার আদেশ হইলে তাহাকে দরবারে হাজির করিতে পারি।" ফেরাউন হাস্যমুখে কহিল, "অতি উত্তম কথা। যাও, তুমি এখনই তাহাকে লইয়া আইস, আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব।" মরিয়ম বাদশাহকে সালাম জানাইয়া দ্রুতপদে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নুখায়েলকে কহিল, "মা! চিন্তিত হইও না। আল্লাহ্-তা'আলার মেহেরবানীতে তোমার প্রাণ জুড়াইবার উপায় হইয়াছে। এখনই তুমি ফেরাউনের গৃহে গিয়া শিশুর ধাত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা কর।" কন্যার কথা শুনিয়া নুখায়েল তৎক্ষণাৎ মরিয়মের সঙ্গে রাজ বাটীতে গিয়া বাদশাহের হুকুমে শিশুকে ক্রোড়ে উঠাইয়া পীযূষ পূর্ণ স্তন মুখে তুলিয়া দিলেন। অমনি শিশু স্তন পান করিতে লাগিল। উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, শিশুর দুগ্ধ পানের বিষয়ে তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল।

বিবি নুখায়েল স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "আমার শরীরের গন্ধ ও দুগ্ধ উভয়ই উপাদেয়; তাই শিশু আমার দুগ্ধ পান করিতেছে।"

অতঃপর শিশুর দুগ্ধ পানের জন্য বিবি নুখায়েলকে দৈনিক একটী করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ধাত্রী নিযুক্ত করিল। কথা রহিল যে, নুখায়েল সপ্তাহে একদিন করিয়া শিশুকে দরবারে আনিয়া দেখাইবে। নুখায়েল স্বীকৃত হইয়া শিশুকে বুকে করিয়া গৃহে ফিরিলেন

কয়েকমাস গত হইল। কথামত বিবি নুখায়েল শিশু মূসাকে লইয়া ফেরাউনের পুরীতে বরাবর যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একদা সারাদিনের খেলার পর, বিবি আসিয়ার ইচ্ছানুযায়ী সেই দিনের মত মূসা তাঁহারই নিকট রহিয়া গেল। ফেরাউন শিশুকে দেখিতে পাইয়া কোলে তুলিয়া লইল।

হজরত মূসার শৈশবকাল।

মূসা এতটুকু বয়সের শিশু হইলেও আল্লাহ্-তা'আলার কুদরতে বাম হাতে ফেরাউনের দাড়ি ধরিয়া ডান হাতে এত জোরে গণ্ডে চপেটাঘাত করিল যে, ক্ষণিকের জন্য ফেরাউনের বাকশক্তি রোধ হইয়া গেল। ফেরাউন কোনও রকমে নিজকে সামলাইয়া লইয়া ক্রোধভরে কহিল, "নিশ্চয় এই সেই-শিশু।—ইহার হাতেই আমার রাজ্য বিনাশ হইবে। কাজেই ইহাকে আর দুনিয়াতে রাখা সঙ্গত নয়। এখনই ইহাকে বধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইবে।"—এই বলিয়া জল্লাদকে ডাকিয়া দিবার জন্য প্রহরীকে হুকুম করিল।

ফেরাউনের সঙ্কল্পে ভীতা হইয়া, বিবি আসিয়া বিনীতভাবে তাহাকে কহিলেন, "বাদশাহ্! অবোধ শিশুর উপর ক্রোধ করা আপনার শোভা পায় না। দোস্ত-দুশ্মন ভেদাভেদের জ্ঞান এখনও তাহার হয় নাই। তেমন জ্ঞান হইলে আপনার সঙ্গে কখনও এইরূপ আচরণ করিত না। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, আপনি তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

"সে-পরীক্ষা কিরূপে হইবে"—বলিয়া ফেরাউন নীরব হইল। বিবি আসিয়া পুনরায় ধীরে সুস্থে কহিলেন, "পাশাপাশি দুইটী পাত্রের একটী

মণিকাঞ্চন দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া মূসার সম্মুখে রাখিয়া দিন। জ্বলন্ত আগুনে হাত দিলে বুঝিতে হইবে, এখনও তাহার হিতাহিত জ্ঞান হয় নাই।”

‘উত্তম কথা’—বলিয়া ফেরাউন বিবি আসিয়ার কথায় স্বীকৃত হইল।

কথা অনুযায়ী কাজ হইল। যথা সময়ে পাশাপাশি দুইটী পাত্র সুসজ্জিত করিয়া শিশুর সম্মুখে রাখা হইল। মূসা মণিকাঞ্চন পরিপূর্ণ পাত্রের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, অপর পাত্র হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া একেবারে মুখে পুরিয়া দিয়াই চীৎকার করিয়া উহা ছাড়িয়া দিল। ইহাতে মূসা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেল। সেইবারের মত জন্ম দুশমন ফেরাউনের কোপ হইতে রক্ষা পাইল। কিন্তু মূসা চিরকালের জন্য তোত্‌লা হইয়া গেলেন।

এইরূপে বার বছর গত হইল। এই সময়ে একদিন ফেরাউন একই দস্তরখানে মূসার সহিত আহার করিতে বসিল। সম্মুখে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যের পাত্র সমূহ আসিলে, মূসা দেখিতে পাইলেন যে, একটী আস্ত ছাগছানা কাবাবরূপে আহার্য্যের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

মূসার অলৌকিক কার্য্য।

কাবাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যেমনি মূসা কহিলেন, “আল্লাহ্-তা'আলার আদেশে দণ্ডায়মান হও”—অমনি ছাগছানা নাচিতে নাচিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া ফেরাউন শঙ্কিত হইল—তাহার হৃদয় নিহিত আশঙ্কা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কালে অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে ভাবিয়া তাহার কূলকিনারা করিতে পারিল না।

হজরত মূসা

এই সময়ে আর এক দিন মূসা ঘোড়ায় চড়িয়া শহরের বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইলেন। ক্রমে মিসরের পুরাতন রাজধানী মনাফ শহর পশ্চাতে রাখিয়া, ইহার সম্মুখের প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, জনৈক কিব্‌তি ও সিব্‌তি ঝগড়া করিতেছে। তিনি উভয়ের সম্মুখীন হইলে, উৎপীড়িত সিব্‌তি করযোড়ে কহিল, "হজরত! মেহেরবানী করিয়া জালিমের অত্যাচার হইতে আমাকে রক্ষা করুন। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বহু কষ্টে আমি এই কাঠগুলি আহরণ করিয়াছি। এক্ষণে এই কিব্‌তি বলপূর্ব্বক আমার কাষ্ঠরাশি আত্মসাৎ করিয়া আমার দ্বারাই মোট বহন করাইয়া নিজের বাড়ীতে নেওয়াইবার জন্য আমার উপর জুলুম করিতেছে"।—

নিঃসহায় সম্বলহীন সিব্‌তির অবস্থা দেখিয়া মূসার প্রাণে দয়ার উদ্রেক হইল। উক্ত অন্যায় কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার জন্য তিনি কিব্‌তিকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী; কিব্‌তি তাঁহার অনুরোধে আরো বেশী উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তোমার মত দরদী লোক বহুত দেখিয়াছি। সিব্‌তির জন্য এতই যদি তোমার দরদ হইয়া থাকে, তবে না হয় তুমি নিজেই কাঠের বোঝাটী ফেরাউনের বাবুর্চ্চিখানায় পৌছাইয়া দাও। তবেই ত সব গোল মিটিয়া যায়।"

কিব্‌তির কথা শুনিয়া রাগে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। 'তবে রে বেয়াদব-বে-ঈমান'— বলিয়া সজোরে কিব্‌তির পৃষ্ঠে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। কিলের চোটে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে দেখিতে কিব্‌তি মাটীতে পড়িয়া

শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিল।—কিব্‌তির মৃত্যুতে তিনি বড়ই অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌-তা'আলার দরগায় ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইহার পর কিব্‌তির লাশ দফন করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন।

মৃত কিব্‌ত ছিল খোদ ফেরাউনের বাবুর্চি। কাজেই তাহার আকস্মিক তিরোধানে চতুর্দ্দিকে হৈচৈ পড়িয়া গেল। তাহার অনুসন্ধানের জন্য দেশময় ঢোল পিটাইয়া দেওয়া হইল। ইহার ফলে, বাবুর্চির অন্তর্দ্ধানের কথা শীঘ্রই ফেরাউনের কর্ণগোচর হইল। ফেরাউন রাগে আগুনের মত লাল হইয়া, মুসাকে বধ করিয়া প্রতিশোধ লইবার আদেশ প্রদান করিল। হুকুম অনুযায়ী ফেরাউনের লোক-লস্কর নাঙ্গা তরবারী হস্তে মুসার অন্বেষণে শহরের দিকে দিকে বাহির হইয়া গেল।

৩

হজরত মুসার মিসর ত্যাগ ও মদায়ুনে গমন।

আসন্ন বিপদের খবর পাইয়া, হজরত মুসা জালিমের রাজ্য ত্যাগ করা বিধেয় মনে করিয়া, দ্রুত পদবিক্ষেপে শহরের বাহির হইয়া পড়িলেন। কোথা গিয়া কিরূপে দুশ্‌মনের উদ্যত তরবারীর মুখ হইতে জীবন রক্ষা পাইবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে মনে বিষম উদ্বেগ জন্মিল। বিশেষ চিন্তার পর সিরিয়ার অন্তর্গত মদায়ুনে গমন করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় বলিয়া মনে হইল; কারণ সেখানে ফেরাউনের আধিপত্য নাই—সেখানে গেলে সম্পূর্ণ নিরাপদে বাস করা যাইবে। কিন্তু মদায়ুনের পথ তাঁহাকে কে দেখাইয়া দিবে?

বিষম সমস্যায় পড়িয়া, হজরত মুসা পথের উপর বসিয়া নিমীলিত নয়নে আল্লাহ্‌-তা'আলার দরগায় মোনাজাত করিলেন, "হে অগতির গতি দীন-দুনিয়ার মালিক! বান্দার প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া তোমার দাসানুদাসকে অপরিচিত মদায়ুনের পথ প্রদর্শন কর এবং সেই স্থানে তাহাকে পৌঁছাইয়া দাও। হে রহীম! হে রহমান! তুমি ব্যতীত এই দাসকে সঙ্কট হইতে তরাইবার আর কেহ নাই।"—এই বলিয়া হজরত মুসা চাহিয়া দেখিলেন এক দিব্য কান্তি পথিক নীরবে তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। দ্রুতপদে পথিকের পার্শ্বে গিয়া তিনি বিনীত ভাবে কহিলেন, "আগা! আপনি কোথা যাইতেছেন?"

"মদায়ুনের পথে চলিয়াছি"—বলিয়া পথিক নীরব হইলেন।

"আমিও মদায়ূনে চলিয়াছি। কিন্তু সেই-দেশে যাইবার পথঘাট আমার মোটেই জানা নাই। ইহার উপর আমি নিঃসম্বল।"

"কোনও চিন্তার কারণ নাই। আমার সঙ্গে চলিয়া আসিলে সহজেই মদায়ূনে যাওয়ার সুবিধা হইবে।"—এইরূপ বাক্যালাপ করিতে করিতে উভয়ে মদায়ূনের পথে চলিলেন।

কয়েক দিন অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া, একদিন মধ্যাহ্নকালে হজরত মূসা মদায়ুনের এক ক্ষুদ্র জনপদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সিরিয়ার জ্বলন্ত সূর্য্য মদায়ুনের আকাশ হইতে তখন অগ্নি বর্ষণ করিতেছিল। রৌদ্রতাপে ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া, গ্রামের অনতিদূরে এক ছায়া শীতল বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থে মূসা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অদূরে এক কূপ হইতে পানি তুলিয়া রাখাল বালকগণ স্ব স্ব ছাগল ও মেষকে পান করাইতেছে। সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত. কেহ তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না; বরং প্রত্যেকেই সর্ব্বাগ্রে আপন কার্য্য সাধন করিতে ব্যগ্র। হজরত মূসা স্থিরনেত্রে তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিলেন। কূপের নিকটবর্ত্তী প্রাঙ্গণের পার্শ্বে দুইটী অনূঢ়া কিশোরীকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তাহারা মেষপাল সহ সেইস্থানে শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তৃষ্ণার্ত্ত পশুগুলি কূপের পানি দেখিয়া, ক্ষণে ক্ষণে কূপের দিকে ধাইয়া যাইতেছে, আর কিশোরী দুইটী হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা উহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতেছে। পশুগুলি যত বারই এইরূপ করিতেছে, কিশোরীদ্বয় ততবারই উহাদিগকে বাধা দিতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য, হজরত মূসা তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা জানাইল সকল

মেষ ও বকরী একত্রে মিশিয়া গেলে, নিজেদের পশু চিনিয়া লওয়া শক্ত হইবে বলিয়া তাহারা সর্ব্বশেষে পশুগুলিকে পানি খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া হজরত মূসা কহিলেন, "তোমাদের কি এমন কেহ নাই যে, সময় মত পশুগুলিকে গোঠে লইয়া যায় ও প্রয়োজন মত জলপান করায়?"

এক বৃদ্ধ পিতা ব্যতীত সংসারে তাহাদের আর কেহ নাই বলিয়া, তাহারা জানাইলে, হজরত মূসার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিকটে আর একটী কূপ দেখিয়া, কিশোরীদ্বয় ও তাহাদের মেষপাল সহ তিনি উক্ত কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কূপের মুখের পাথর খানা পদভরে সরাইয়া, স্বয়ং কূপ হইতে পানি তুলিয়া পশুগুলিকে খাওয়াইলেন। তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া পশুগুলি আনন্দে নাচিতে নাচিতে বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীদ্বয় ও কৃতজ্ঞপূর্ণ হৃদয়ে হজরত মূসাকে নীরবে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিল। মূসা সেই গাছতলায় পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

অসময়ে পশুপাল সহ কন্যাদ্বয়কে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ পিতা হজরত শোয়ায়েব কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যাদ্বয় হাসি মুখে এক বিদেশী যুবকের দয়ার কথা বিশেষরূপে পিতার নিকট বিবৃত করিল। ইহাতে হজরত শোয়ায়েব পরম প্রীত হইয়া, কথিত যুবককে তাঁহার সম্মুখে হাজির করিতে জ্যেষ্ঠা কন্যা সফুরাকে আদেশ করিলেন।

তখন আহারের সময় হইয়া গিয়াছে। হজরত শোয়ায়েব দস্তর খানের উপর আহার্য্য বস্তু লইয়া সবে মাত্র বসিয়াছেন। এমন সময়ে বিদেশী যুবককে সঙ্গে করিয়া, সফুরা পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল।

হজরত শোয়ায়েব যুবককে সাদর সম্ভাষণে দস্তরখানে বসাইয়া, উভয়ে আহার করিতে বসিলেন।

আহারান্তে হজরত শোয়ায়েব যুবকের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়া কহিলেন, "মূসা! চিন্তা করিও না। এখানে থাকিয়াই তুমি নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন কর। এখানে ফেরাউনের অত্যাচার-উৎপীড়নের ভয় নাই। এই সংসারে আমার দুই কন্যা ব্যতীত আর কেহই নাই। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সফুরার সহিত তোমাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিতে আমি ইচ্ছা করিয়াছি। তাহার মোহরানা সরূপ তোমাকে দশ বৎসর আমার পশুপাল চরাইতে হইবে।"

'শোকর আলহামদুল্লি-ল্লাহ্'—বলিয়া হরজত মুসা উক্ত বাক্যে স্বীকৃত হইলেন। তারপর যথা সময়ে উভয়ের উদ্বাহ ক্রিয়া সমাধা হইল।

হজরত মুসার 'আসা' * লাভ।

হজরত শোয়ায়েব ওয়ারিসী স্বত্বে বিগত পয়গম্বরগণের বহুগুণ সম্পন্ন যষ্টি প্রাপ্ত হন। এই সঙ্গে বেহেশ্‌ত হইতে আনীত হজরত আদম আলায়হেস সালামের অশেষ গুণ সম্পন্ন 'আসা' তাঁহার মৌরিসী হইয়া যায়। এতকাল তিনি উক্ত যষ্টিখানা বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতেছিলেন। কারণ তিনি পূর্ব্বপুরুষ হইতে আদেশ পাইয়াছিলেন যে, এই অশেষ গুণসম্পন্ন 'আসা' হজরত মূসাকে প্রদান করিতে হইবে।

* 'আসা' সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। অধিকাংশের মতে ইহা কোন অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি কর্ত্তৃক হজরত মূসাকে দান করিবার জন্য রক্ষিত হয়। আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা হজরত আদম কর্ত্তৃক বেহেশ্‌ত হইতে আনীত লাঠি। ইহাতে দুইটী বাঁকা শিঙ ছিল ও নীচে একটী লৌহ শলাকা বিদ্ধ ছিল। ইহা দশ গজ লম্বা ছিল।

বিবাহের পর হজরত শোয়ায়েব পশুপাল চরাইবার জন্য রক্ষিত লাঠি হইতে জামাতাকে একখানা লাঠি উপহার দিতে, কন্যা সফুরাকে আদেশ করিলেন। সফুরা তাড়াতাড়ি একখানা লাঠি আনিয়া দিল। ইহা দর্শন করিয়া হজরত শোয়ায়েব কহিলেন, "ইহা গচ্ছিত স্থানে রাখিয়া পরিবর্ত্তে আর একটী লাঠি আনিয়া দাও।" উক্ত লাঠি পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া, সফুরা পুনরায় লাঠি লইয়া ফিরিয়া আসিলে, হজরত শোয়ায়েব দেখিলেন যে, ইহা আগেকার লাঠি ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং পুনরায় ইহা পরিবর্ত্তন করিয়া,সত্বর আর একটী লাঠি দিতে ইঙ্গিত করিলেন। সফুরা এইরূপে ক্রমে তিনবার লাঠি পরিবর্ত্তন করা সত্বেও কিছুতেই উক্ত লাঠি পরিবর্ত্তিত হইল না দেখিয়া, আপন জামাতাকে পূর্ব্বপুরুষ হইতে উপদিষ্ট হজরত মূসা বলিয়া তাঁহার পূর্ণ ধারণা জন্মিল। কাজেই তিনি আর ইতস্ততঃ না করিয়া লাঠিখানা নীরবে হজরত মূসার হাতে দিয়া,ইহার সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য উপদেশ প্রদান করিলেন এবং পশু চরাইতে তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী বনে পাঠাইলেন। যাইবার কালে হজরত শোয়ায়েব বলিয়া দিলেন, "বাবা! যে বনে পশুপাল চরাইতে তোমাকে পাঠাইতেছি, তাহা ব্যতীত ইহার নিকটস্থ অন্য বনে কখনও যাইবে না; কেননা সেই বনে এক ভয়ঙ্কর অজগর বাস করে।"

উক্ত আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, হজরত মূসা প্রত্যহ পশু চরাইতে গিয়া থাকেন। ইতিমধ্যে একদিন পশুগুলি গোয়াল ঘর হইতে বাহির হইয়াই, হজরত শোয়ায়েবের নিষিদ্ধ বনের দিকে

সর্পবধ।

[illegible] করিয়া চলিয়া গেল। হজরত মূসা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও পশুদিগের গতি রোধ করিতে পারিলেন না এবং অগত্যা বাধ্য

হইয়া তিনিও পশুগুলির অনুসরণ করিয়া সেই বনে উপস্থিত হইলেন। নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, তিনি সেই বনের এক অতি উচ্চ স্থানে বসিয়া পশুগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার তন্দ্রা আসিল। হস্তস্থিত যষ্ঠি শিয়রের নীচে রাখিয়া, প্রকৃতির কোমল শয্যা শ্যামল দূর্ব্বার উপর শয়ন করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে অজগরও জীব-জন্তুর গন্ধ পাইয়া সদন্তে গর্ত্ত হইতে উঠিয়া, পশুদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, হজরত মূসার শিয়রের নীচের 'আসা' বৃহদাকার ভূজঙ্গে পরিণত হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া অজগরের সম্মুখীন হইয়া ভীষণরূপে আক্রমণ করিল। অচিরেই অজগর মৃত্যুমুখে পতিত হইল। হজরত মূসার 'আসাও' নিজের বেশেই পুনরায় তাহার শিয়রের নীচে আসিয়া পড়িয়া রহিল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর, হজরত মূসা দেখিতে পাইলেন যে, রক্তাক্ত কলেবরে এক ভীষণ অজগর তাঁহার নিকটেই মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে আল্লাহ্-তা'আলার শোকর গুজারী করিলেন।

সন্ধ্যাকালে হজরত মূসা পশুপাল সহ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, হজরত শোয়ায়েবের নিকট আদ্যন্ত সকল ঘটনা বর্ণনা করিলেন। 'আসা' সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে যাহা শুনিয়া আসিয়াছেন, তাহার ফল দর্শিতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া, তিনি নীরব রহিলেন।

'আসার' অশেষ গুণাবলী সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, নির্জ্জনতায় একাকী পথে চলিবার সময়, 'আসা' হজরত মূসার সহিত কথোপকথন করিয়া বন্ধুর কাজ করিত। হিংস্র জন্তুর মুখে পড়িলে অবলীলাক্রমে, তিনি আসার কল্যাণে আসন্ন বিপদ

হইতে রক্ষা পাইতেন। পশুর দল চরাইতে চরাইতে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, 'আসা' তাঁহার রাখালের কাজ করিত। গভীর কূপ হইতে পানি তুলিবার কালে 'আসা' অপরিসীম লম্বমান রজ্জুতে পরিণত হইত এবং ইহার মস্তকোপরিস্থিত শিঙ দুইটী জল পাত্রের কার্য্য সম্পাদন করিত। প্রচণ্ড আতপতাপে ভূপ্রোথিত করিলে, 'আসা' ছায়াময় রসাল ফলবান বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফল প্রদান করিত। ঘোর অন্ধকার রজনীতে দীপ্ত প্রদীপের কাজ করিত। বিস্‌মিল্লাহ—বলিয়া প্রস্তরের উপরে লাঠি দ্বারা আঘাত করিলে, তরতর বেগে ঝরণা প্রবাহিত হইত। অথচ লাঠি উঠাইয়া লইলে পুনরায় পাষাণে পরিণত হইয়া শুষ্ক ভূখণ্ড পড়িয়া থাকিত। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, 'আসা' দ্বারা হজরত মূসার অশ্বের কার্য্য হইত। স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শন কালে, 'আসা' সত্তর গজ দীর্ঘ বিষধর সর্পে পরিণত হইয়া লোল জিহ্বা বাহির করিয়া ফণা বিস্তার করিত। বৃহদাকার তরুরাজী নিশ্বাসে সমূলে উৎপাটিত হইয়া নাসা রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইত। এমনি ছিল 'আসার' অশেষ গুণ।

এইরূপে হজরত মূসা আট বৎসর কাল পশু চরাইয়া, আপন অঙ্গীকার পালন করিলেন। ইহাতে হজরত শোয়ায়েব অতিশয় খুশী হইয়া জানাইলেন যে, চলিত বৎসরে যত নর ছাগছানা জন্ম গ্রহণ করিবে, সকলই মূসাকে দেওয়া হইবে। আল্লাহ্-তা'আলার কুদরতে সেই বৎসর সকল বকরীই নর ছানা প্রসব করিল। এইরূপে আরও চারি বৎসর পর্য্যায়ক্রমে হজরত শোয়ায়েব অঙ্গীকার করিলেন। প্রতি বৎসরই বকরীর দল প্রথম বৎসরের মত নর ছানা প্রসব করিল। ইহাতে হজরত মূসার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইয়া, তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল।

৪

হজরত মূসার মিসরে প্রত্যাগমন।

এইরূপে হজরত মূসা অনেক পশুই লাভ করিলেন। সে কালে যাহার বেশী পশু থাকিত, তিনি ধনী শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেন। হজরত মূসা একজন ধনী বলিয়া পরিচিত হইলেন। কিন্তু ধন হইলে কি হয়? ধনে সুখ মিলে না। মানসিক সুখ না থাকিলে জাগতিক ঐশ্বর্য্য সুখ মিলে না। অহর্নিশ, মাতাপিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের ক্লেশকর চিন্তায় হজরত মূসার মনে সুখ ছিল না। এদিকে আবার ফেরাউনের ভয়ও প্রাণে জাগরিত হইয়া, ক্ষণে ক্ষণে আশার জীবন্ত আলোটী, নির্ব্বাণ করিয়া দিতে পশ্চাদপদ হইত না।

কিয়দ্দিবশ দুর্নিবার চিন্তার পর মিসর যাওয়াই স্থির হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে হজরত শোয়ায়েবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় পরিণীতা ভার্য্যা সফুরা ও কতিপয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে পশুদল সহ মিসর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন হজরত সফুরা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কিয়দ্দিবস অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া, তাঁহারা মদায়ুন হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িলেন। দৈবনিবন্ধন একদা নিশিতে পথ অতিক্রমকালে আকাশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ জালে আবৃত হইয়া গেল। দেয়া গুরু গম্ভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। খানিক পরই মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে ভীম বেগে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পশুগুলি শীতের প্রকোপে ও দুর্য্যোগে কাতর ও ভীত চকিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে

ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। এদিকে হজরত সফুরার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল; তিনি আগুনের জন্য বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। ভাগ্যক্রমে হজরত মুসা ভীষণ তমসাময়ী ঘোর রজনীতে পথ হারাইয়া ফেলিলেন। এখন কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কোথা হইতেই বা শীত ও বেদনাতুরা ভার্য্যাকে আগুন আনিয়া দিবেন, তাহা ভাবিয়া কূল কিনারা করিতে পারিতেছিলেন না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তিনি আকাশ পাতাল ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, সম্মুখদিকে ধূম্র বিহীন উজ্জ্বল অগ্নিশিখা বায়ুভরে দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। তৎক্ষণাৎ গমনে ক্ষান্ত দিয়া, বিবি সফুরাকে বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি খানিক অপেক্ষা কর, আমি ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা হইতে তোমার জন্য আগুন আনিতেছি; সঙ্গে সঙ্গে পথেরও সন্ধান করিয়া আসিতেছি।" অতঃপর হজরত মুসা অগ্নি লক্ষ্য করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া অগ্নির নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, পর্ব্বত শৃঙ্গস্থিত তরু শাখা সমুহ ধূম্র বিহীন উজ্জ্বল আলোকে প্রজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। সবুজ মহীরুহের পল্লব সমূহ অগ্নি রাশিতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু কোথাও আগুন দেখিতে না পাইয়া, তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া সেই অগ্নিশিখা হইতে শব্দ হইল, "আয় মুসা! তুমি পবিত্র তুর পর্ব্বতে পদার্পণ করিয়াছ। অতএব পাদুকাদ্বয় খুলিয়া ফেল।"

হজরত মুসা ত্বরিত গতিতে পাদুকা খুলিয়া লইলে, পুনরায় শব্দ হইল "হে মুসা! আমিই তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনকারী প্রভু। আমিই তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান

করিয়াছি। আমিই অদ্বিতীয় নিরাকার বিশ্বব্যাপী আল্লাহ্; অতএব তুমি আমাকেই পূজা কর।"

অনন্তর আবার শব্দ হইল, "হে মূসা! তোমার দক্ষিণ করস্থিত দ্রব্যটী কি?"

"ইহা আমার লাঠি। ইহা দ্বারা আমি বৃক্ষ হইতে নিজের খাদ্যজাত ফলমূল আহরণ করি ও সময় মত হেলান দিয়া শরীরের ক্লান্তি দূর করি। কখনও বা আমার পোষা জন্তুদের জন্য বৃক্ষাগ্র হইতে পত্র ছিঁড়িয়া লই।"

"ইহা ভূতলে নিক্ষেপ কর।"

হজরত মূসা বিনা বাক্য ব্যয়ে স্বীয় যষ্টি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া নতশীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যষ্টি ভূতলে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রই এক প্রকাণ্ড ভুজঙ্গে পরিণত হইয়া করাল মুখ ব্যাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হজরত মূসা তাহা দেখিয়া আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়া প্রাণভয়ে একদিকে দৌড়াইয়া ছুটিলেন। অমনি পুনরায় গায়েব হইতে আওয়াজ হইল, "হে মূসা! তোমাকে অভয় দান করা হইয়াছে, সুতরাং তুমি ভয় করিও না। নির্ভয়ে সর্পের মুখে হাত প্রবেশ করাইয়া দাও।" ইহাতে হজরত মূসা হৃদয়ে সাহস সঞ্চয় করিয়া বিরূপাক্ষ নাগরাজের করাল মুখে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দেওয়া মাত্র যষ্টি পূর্ব্বের আকার ধারণ করিল।

"তোমার দক্ষিণ হস্ত জামার জেবে প্রবেশ করাইয়া পুনরায় বাহির কর।"

হজরত মূসা হুকুম অনুযায়ী কার্য্য করিয়া হাত বাহির করিলে, দেখা গেল হাতের যতটুকু জেবের ভিতর ছিল, ততটুকুই উজ্জ্বল নূরানী রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে।

"হস্ত বক্ষে রাখিয়া বাম করে আবৃত করিয়া রাখ।"

আদেশ প্রতিপালিত হইল; সঙ্গে সঙ্গেই হস্ত নিষ্প্রভ বোধ হইতে লাগিল।

পুনরায় আদেশ হইল, "হে মুসা! আমি তোমাকে নবুয়ত প্রদান করিলাম এবং তাহার প্রমাণ সরূপ 'আসা' ও উজ্জ্বল হস্ত দিলাম। তুমি এখনই মিসরের দিকে যাত্রা কর; কারণ সেখানে ফেরাউন সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অমানুষিক দৌরাত্ম্যে সিব্‌তিদিগের কষ্টের সীমা নাই। তুমি তাহাকে নসীহত করিয়া সৎপথে আনিতে চেষ্টা কর। আর বনি-ইস্রাইলদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দান করিয়া, তোমার সহিত তাহাদিগকে সিরিয়া দেশে প্রেরণ করিতে, আমার হুকুম তাহাকে জানাও।"

অনন্তর হজরত মুসা সিজ্‌দা করিয়া কহিলেন, "হে অনাথ শরণ প্রভো! আমি মিসর পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক কিব্‌তিকে বধ করিয়াছিলাম। এই কারণে ফেরাউন আমাকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করে। এখন তাহার সম্মুখে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে, আমার অন্তরাত্মা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে।"

আকাশ, পাতাল, অন্তরীক্ষ ভেদ করিয়া শব্দ হইল, "হে মুসা! তোমাকে অভয় দান করা হইয়াছে। ফেরাউনের সাধ্য কি যে, তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে। সর্ব্বদাই আমি তোমার অনুগামী হইয়া তোমার কার্য্য সম্যক দেখিতেছি।"

জওয়াবে হজরত মুসা পুনরায় আরজ করিলেন, "হে প্রভো! আমি তোতলা: এই নিমিত্ত সম্পূর্ণ বাক্য স্ফুরণে অক্ষম। ইহাতে শত্রুগণ আমাকে অলীক অপবাদ করিবে। কৃপা বিতরণে তুমি আমাকে বাঙময়

৩

করিয়া দাও এবং পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ভ্রাতা হারুনকে আমার সঙ্গী করিয়া দাও।"

"তাহাই হইবে।"—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই নূরের রোশনাই ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

এই ঘটনার পর সফুরার নিকট হজরত মূসা ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, আল্লাহ্-তা'আলার কুদ্রতে বেহেশ্তের হুরীদল বেষ্টিতা হইয়া, বিবি সফুরা শিশু পুত্র ক্রোড়ে লইয়া তাঁহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তিনি আরো দেখিলেন যে, পশুগুলি শ্বাপদ জন্তু কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। যথা সময়ে হজরত মূসার মুখে আল্লাহ্-তা'আলার আদেশ শ্রবণ করিয়া, বিবি সফুরা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কহিলেন, "খাবিন্দ! আপনি এই মুহূর্ত্তেই মিসরে যাত্রা করিয়া আল্লাহ্-তা'আলার হুকুম পালন করুন।"

হজরত মূসা স্বীয় প্রাণাধিকা ভার্য্যাকে পুনরায় মদায়েনে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং মিসরের দিকে রওয়ানা হইলেন। ওদিকে হজরত হারুন কোথা হইতে আসিয়া, পথিমধ্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তারপর উভয়ে একত্র হইয়া ফেরাউনের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হজরত মূসা ফেরাউনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন। "আমি আল্লাহ্-তা'আলার প্রেরিত রসূল; তোমাকে হেদায়েত করিবার জন্য আল্লাহ্-তা'আলা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। 'বনী ইস্রাইলদিগকে দাসত্ব নিগড় হইতে মুক্তি প্রদান কর। তাহারা যথেচ্ছা চলিয়া গিয়া আল্লাহ্-তা'আলার এবাদত বন্দেগী করুক।" ইহাতে ফেরাউন ক্রোধে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া শ্লেষকণ্ঠে কহিল, "তুমি কি সেই-মূসা নয়, যে শৈশব হইতে সহায়

সম্বলহীন হইয়া বহু বৎসর আমারই অন্নবস্ত্রে ও হিরণ্ময় হর্ম্মতলে শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়াছে। তারপর তাহার প্রতিদান স্বরূপ আমার কিব্‌তি ভৃত্যকে হত্যা করিয়া স্বীয় প্রাণের মায়ার রাজ্য হইতে চলিয়া গিয়াছ? আজ আবার পয়গম্বর হইয়া তুমি আমাকেই ছলনা করিতে আসিয়াছ।"

হজরত মূসা উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমিই সেই-মুসা। তোমাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া সৎপথে আনিবার জন্য মেহেরবান আল্লাহ্‌ আমাকে পয়গম্বর করিয়া পাঠাইয়াছেন। তুমি যদি নিজের মঙ্গল কামনা কর, তবে আমার কথা শুন!"

"খোদা আবার কে? কোথায় সে?"—বলিয়া রোষকষাইত নেত্রে ফেরাউন লাফাইয়া উঠিল।

মুসা। খোদাই গগন, ভুবন, অন্তরীক্ষ পূর্ব্বাপর যাবতীয় পদার্থের এবং দশদিকের একমাত্র স্রষ্টা।

ফেরাউন। যদি তুমি আমাকে ব্যতীত অন্য খোদার সত্ত্বা স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ না হও, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে রাজদ্রোহী ঘোষণা করিয়া আবদ্ধ করা হইবে।

মুসা। হাঁ, আমি যদি নবুয়তের কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতে পারি, তথাপি কি আমাকে বন্দী করা হইবে?

ফেরাউন। যদি সত্য পয়গম্বররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাক, তবে তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পেশ কর।

ফেরাউনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হজরত মূসা হস্তস্থিত পবিত্র যষ্টি ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। আল্লাহ্‌-তা'আলার হেকমতে যষ্টি মাটীতে

পড়িয়াই এক ভীষণ ভুজঙ্গের আকার ধারণ করিল। নাগরাজ বিশাল ফণা বিস্তার করিয়া লোল জিহ্বা বাহির করিয়া, ফোস ফোস রবে, গর্জ্জন করিতে করিতে রোষভরে ফেরাউনের দিকে ধাবিত হইল।

"হে মূসা! তোমার খোদার শপথ। তুমি আমাকে অহিরাজের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা কর। আমি তোমার খোদার উপর ঈমান আনিব।"—ফেরাউনের এইরূপ স্তুতিবাক্যে, তিনি স্বীয় 'আসা' হাতে উঠাইয়া লইলেন। অতঃপর পবিত্রতম হস্ত ক্ষণিকক্ষণ জেবে লুক্কাইত রাখিয়া পুনরায় বাহির করিয়া, সকলের সম্মুখে ধরিলেন। হাত সূর্য্য করাপেক্ষা উজ্জ্বলরূপে ভাতিয়া উঠিল। সকলে অলৌকিক কার্য্য দর্শন করিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

আসন্ন বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, ফেরাউন হজরত মূসাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি আমি আপনার পয়গম্বরীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া খোদাকে অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা হইলে খোদার নিকট হইতে আমি কি পাইব?" হজরত মূসা কহিলেন, "আল্লাহ্-তা'আলার উপর ঈমান আনিয়া সরল চিত্তে তাঁহার এবাদত বন্দেগী করিলে, তুমি চিরযৌবন প্রাপ্ত হইয়া, মিসরের একচ্ছত্র আধিপত্য সর্ব্বদা সমভাবে ভোগ করিবে, আর তুমি আজীবন অক্ষত স্বাস্থ্য ভোগ করিয়া, মৃত্যুর পর চির সুখময় বেহেশ্‌তে থাকিবে।"

আগামী কল্য যাহা করিতে হয় করিবে বলিয়া, সেই দিনের মত হজরত মূসার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, ফেরাউন অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

রজনীতে উজির হামানের সহিত মন্ত্রণা গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া আল্লাহ্-তা'আলার উপর ঈমান আনিবার সম্বন্ধে তাহার অভিমত জানিতে

চাহিলে, কূটমতি হামান কহিল, "এই সুদীর্ঘকাল ঈশ্বরত্বের দাবী করিয়া আজ খোদাকে পূজা করিলে, লোকে উপহাস করিবে। তাহার উপর মূসার কথা সত্য নয়। সে একজন পাকা যাদুকর ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহার ভেল্কীতে আপনি কদাচ মুগ্ধ হইবেন না। আজই রাজ্যময় ঢোল পিটাইয়া দেশের যাদুকরদিগকে একত্র করিয়া, তাঁহার সহিত যাদুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। দেখিবেন, মূসা পরাভূত হইয়া সত্বর পলায়ন করিবে।'

হজরত মূসার সহিত ফেরাউনের যাদু যুদ্ধ।

হামানের উপদেশ অনুযায়ী পরদিনই রাজ্যময় প্রচার করিয়া দেওয়া হইল যে, রাজ্যের বড় বড় যাদুকরগণ ঈদের দিন মিলিত হইয়া মূসার সহিত যাদুযুদ্ধ করিবে। যে এই যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিবে তাহাকেই নিরাপত্তিতে বিজয়ীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

যথা সময়ে রাজ্যের নানাস্থান হইতে বড় বড় যাদুকর সব রাজ-বাড়ীতে উপস্থিত হইল। রাজবাড়ীর সম্মুখস্থ ময়দানে লোক জমায়েতের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। যাদুকরগণ আসিয়া স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিল। বাহাত্তর হাজার যাদুকর প্রত্যেকে একগাছি রজ্জু ও একখানা লাঠি হাতে করিয়া, সেই দরবারে হাজীর হইল। ফেরাউন সর্ব্বোপরি সুবর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল। তাহার পার্শ্বে উজির হামান আসন গ্রহণ করিল। উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে ভীমকায় প্রহরী, যম কিঙ্কর বেশে সভামণ্ডপের চতুপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হিরণ্ময় সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে সুবর্ণ পতাকা সমূহ বায়ুভরে উড়িতে লাগিল। প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে দামামা নাকাড়া বাজিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে হজরত মুসা তদীয় ভ্রাতা হারুনকে সঙ্গে করিয়া, যোগী বেশে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলে পর, যাদুকরগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুহূর্ত্তের মাঝে চতুর্দ্দিক হইতে একলক্ষ চৌচল্লিশ হাজার যষ্টি ও রজ্জু ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া মন্ত্রপূত হইল। অমনি অসংখ্য বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া শোঁ শোঁ রবে চৌদিক থেকে মুসাকে আক্রমণ করিল। মুসা প্রমাদ গণিলেন; তৎক্ষণাৎ গায়েব হইতে শব্দ হইল, "আয় মুসা! ভীত হইও না। তোমার লাঠিখানা মাটীতে ফেলিয়া দাও।" মুসার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চক্ষের পলকে স্বীয় যষ্টি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিলেন। মুহূর্ত্তে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। লাঠি প্রথমতঃ একটী ছোট সর্প হইয়া নানাদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, এক মাইলটু দীর্ঘ হইয়া, ফনা বিস্তার করিয়া উঠিল; ইহার চোখ দিয়া আগুন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

তারপর লাঙ্গুলের অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া মুখ ব্যাদন করিয়া যাদুকৃত সর্পগুলি একে একে গিলিয়া ফেলিল। বুভুক্ষু সর্পের রাগ যেন তখনও কমে নাই, ক্রোধান্বিত শ্বাস প্রশ্বাসের সম্মুখে তরুরাজী সমূলে উৎপাটিত হইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। এই আজব কারখানা দেখিয়া দরবারে মহাকোলাহল শুরু হইল। যে যেখানে পারিল, প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া ছুটিল, কেহ কাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসর পাইল না। শঙ্কিত জনপ্রাণী এত ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ছুটিল যে, পরস্পরের ঘর্ষণে পঁচিশ হাজার লোক প্রাণ হারাইল। অতি অল্প কালের মধ্যেই জনপূর্ণ বিশাল প্রান্তর নির্জ্জনতায় পরিণত হইল।

সর্প করাল মুখ ব্যাদন করিয়া, ফেরাউনের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, ফেরাউন চীৎকার করিয়া কহিল, "হে মুসা! তোমার খোদার কসম। এবার আমাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমি আর কাহারও বাক্যে মুগ্ধ হইব না। নিশ্চয়ই তোমার অনন্ত মহিমাময় খোদার উপর ঈমান আনিব।"

ফেরাউনের কাতর ক্রন্দনে মুসার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি অবিলম্বে লাঠি হাতে উঠাইয়া লইলেন। ইহা দর্শন করিয়া যাদুকরগণ বিস্মিত হইল। এত যাদুর গুণ নয়; ইহা যে, দৈবগুণ বলিয়া সভ্যই প্রতীয়মান হইল। যাদুর গুণে হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের যাদুতেও কিছু না কিছু কার্য্য হইত। এই মুসা সামান্য লোক নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রেরিত রসুল। তাহার বাক্যে মিথ্যার লেশ মাত্র নাই।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পরাজিত যাদুকরগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, হজরত মুসার কাছে দীক্ষিত হইয়া, সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এতগুলি লোককে একসঙ্গে হজরত মুসার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়া, ফেরাউনের আর সহ্য হইল না। নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া, ফেরাউন ক্রোধ কম্পিত স্বরে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "সব সিংহের একই গর্জ্জন। মুসাই তোমাদের ওস্তাদ। তোমরা আমার বিনা অনুমতিতে তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। ইহার জন্য তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আমি তোমাদের প্রত্যেকের দক্ষিণ হস্ত ও বাম পদ ছেদন করিয়া শূলে চড়াইব।" ঈমানদারগণ সমস্বরে আল্লাহ্-তা'আলার বিজয় ঘোষণা করিয়া কহিল, "পাপী, তুমি যাহাই কর না কেন, আমরা

যাদুকরগণের সত্যধর্ম্ম গ্রহণ।

কিছুতেই সত্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইব না। তুমি সমগ্র মিসরের একচ্ছত্র অধিপতি। যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। অগ্ন যদি তোমার উৎপীড়নে কিংবা অন্য কোন কারণে আমাদের প্রাণান্ত হয়, পরিণামে আমরা বেহেশ্‌তে স্থান পাইব। অবিনশ্বর জগতে কেহই শাশ্বত সুখ ভোগ করিতে পারে না। কাজেই আমরা তোমার অত্যাচারে ভীত নহি। ইহাতেও ফেরাউনের চৈতন্যোদয় হইল না। নিরপরাধ নূতন ঈমানদারগণকে তাহার আদেশ অনুযায়ী নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইল। ইহার পর হইতে ফেরাউন মরিয়া হইয়া, মূসার সঙ্গে দুশ্‌মনী করিতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পরই বিশেষ অনুসন্ধানের পর ফেরাউন জ্ঞাত হইল যে, হজরত মূসার গুণে মুগ্ধ হইয়া মিসরের রাণী বিবি আসিয়া এবং তাহার স্নেহপালিতা কন্যা ধাত্রীসহ গোপনে সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ফেরাউন আপন কন্যাকে কাছে ডাকিয়া অনিয়া, নানা প্রলোভন দেখাইয়া, হজরত মূসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিল। কিন্তু তাহার কথায় কন্যার মন সত্য পথ হইতে বিন্দু পরিমাণ টলিল না। সুতরাং ফেরাউনের আদেশে তাহার আদুরে কন্যার প্রাণও চক্ষের নিমিষে শেষ হইল। অতঃপর ফেরাউন প্রাণাধিকা ভার্য্যা বিবি আসিয়াকে প্রিয়স্বরে বলিল, "প্রিয়ে! আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিয়া থাকি। তুমি মূসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর ও আমাকে খোদা বলিয়া স্বীকার কর, আমি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বিলাস ব্যসনে রাখিব। তোমার নয়ন রঞ্জনের নিমিত্ত হিরণ্ময় অট্টালিকা নির্ম্মাণ

ফেরাউনের কঠোর আদেশে তদীয় পত্নী ও কন্যার বধ।

করাইয়া দিব।" এইরূপে অহর্নিশ ফেরাউন তাঁহাকে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। বিবি আসিয়ার দৃঢ় মন কিন্তু এক মুহূর্ত্তের তরেও টলাইতে পারিল না। বহু প্রলোভনের পর ফেরাউন বিফল মনোরথ হইয়া, মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-কিরণে তপ্ত কঙ্কর ও বালুকারাশির উপর শোয়াইয়া, হস্ত পদাদি লৌহময় কণ্টকে মৃত্তিকার সহিত আবদ্ধ করিয়া, বক্ষদেশে গুরুভার পাষাণ চাপাইয়া দিয়া, বিবি আসিয়াকে হত্যা করিতে হুকুম দিল। অকালে বিবি আসিয়ার জীবন লীলা শেষ হইল। বিবি আসিয়া এই মর জগত পরিত্যাগ করিয়া বেহেশ্‌তে চলিয়া গেলেন।

বিবি আসিয়ার হত্যার পর হইতে ফেরাউনের দৌরাত্ম্য দিন দিন আরও বৃদ্ধি হইল। দৌরাত্ম্য চরমে উঠিলে, হজরত মূসা খোদার কাছে আরজ করিলেন, "হে খোদা! আমার অনবরত হেদায়েতে এবং মোজেজা প্রদর্শনে ফেরাউনের ও তাহার লোক-লস্করের মত পরিবর্ত্তন হইতেছে না। অতএব তুমি তাহাদের উপর গজব নাজিল কর।"

ফেরাউনের উপর গজব নাজিল।

খোদার দোরগায় দোয়া কবুল হইল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেশে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী করাল বদনে দেখা দিল। কতিপয় দিবস মধ্যেই দেশের নানা স্থানে অন্নাভাবে লোক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। কব্‌তিগণ দেখিল যে মহা সর্ব্বনাশ হইতেছে। কাজেই তাহারা দায়ে পড়িয়া দলে দলে আসিয়া, হজরত মূসাকে বিনীতভাবে কহিল, "হে মূসা! তুমি তোমার খোদাকে বলিয়া আমাদিগকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমরা তোমাকে খোদার রসূল বলিয়া মান্য করিব।" তাহাদের কথায় মূসার পবিত্র হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি খোদার নিকট দোয়া করিয়া

সেই বারের মত তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। বিপদ অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিব্তিগণ আগের মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহারা পূর্ব্ব লক্ষিত পথ পরিত্যাগ করিল না; বরং হজরত মুসার উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। অহর্নিশ নির্ম্মম অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, হজরত মূসা পুনরায় খোদার নিকট আরজ করিলেন।

এইবার দুষ্ট কিব্তিদের উপর এক নূতন বিপদের সূচনা হইল। তাহাদের ফলবান বৃক্ষ লতা সমুহ নিষ্ফলা তুঙ্গ-শির হইয়া গেল। কাজেই এবারও দেশে নানা অভাব অনটন দেখা দিল। এবারও তাহারা বিপদ অবশ্যম্ভাবী ভাবিয়া, নানারূপ অঙ্গীকারাদির পর মূসাকে বাধ্য করিল। হজরত মূসা তাহাদের বিনয় বাক্যে মুগ্ধ হইয়া, পুনরায় খোদার কাছে দোয়া করিলে তাহারা বিপদ হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু হইলে কি হয়? পাপীষ্ঠগণ অচিরেই পুনরায় পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইল। হজরত মূসা দেখিলেন ফেরাউন ও তাহার অনুচরগণের অনাচার ও অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠিয়াছে। তাই তিনি বিরক্ত হইয়া খোদার নিকট আরজ করিলেন। তাঁহার দোয়া কবুল হইল। সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ বেগে বন্যার জল প্রবাহিত হইয়া দেশ ভাসাইয়া দিল। অহোরাত্র ঝড়-তুফানসহ মুষল ধারে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। খোদার কুদরতে কিব্তিদিগের প্রত্যেকের প্রাঙ্গণ ও আঙ্গিনা দুই দিনে পানিতে ভাসিয়া গেল। সিবতিগণ ইহার খবরও জানে না। পানিও আবার কম নহে, একবারে মুখ বিবরের সমান সমান, সামান্য একটু নাড়া পাইলেই নাকে মুখে প্রবেশ করিয়া বিষম যন্ত্রনা দেয়।

স্বভাব দুষ্ট কিব্তিদিগের কষ্টের আর সীমা রহিল না। সিবতিদিগের

পর্ণ কুটিরগুলি বেশ শুক্‌না। একটু বিশ্রাম লাভের আশায় সেখানে গেলেও অব্যাহতি নাই, অভিসম্পাতের স্থায় পানি কুকুর তাড়া করিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাত অনুসরণ করে। এইরূপে হয়রান-পেরেশান হইয়া, সকলে মিলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল, "মূসা! এবার আমাদিগকে সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার কর। ভবিষ্যতে আমরা আর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিব না।"

হজরত মূসার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তাহাদের কষ্টে তাঁহার মন বিগলিত হইল। তিনি খোদার নিকট আরজ করিয়া, এইবারও তাহাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন

বিপদ সারিয়া গেলে, কে কাহার কথা শুনে? কাফিরগণ হজরত মূসাকে খুন করিয়া সকল দুঃখের লাঘব করিতে এইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। তাহাদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি পুনরায় খোদার নিকট দোয়া করিলেন। হঠাৎ পঙ্গপালে দেশ ছাইয়া গেল। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কেবল পঙ্গপাল আর পঙ্গপাল। এবার মিসরে সবুজ পত্র অথবা তরুলতার নামমাত্র রহিল না। এমন কি শেষে বৃক্ষাদির শুষ্ক কাণ্ড ও গৃহের লৌহময় কড়ি বরগা ইত্যাদির উপরও পঙ্গপালের আক্রমণ শুরু হইল। কিবতিগণ বিপদে পড়িয়া আবার তাঁহার নিকট কাঁদিয়া পড়িল। উদার স্বভাব নবী তাহাদের ক্রন্দোন্মুখ মুখের দিকে চাহিয়া, সকল যাতনা ভুলিয়া গেলেন। তাহাদের মিনতিপূর্ণ প্রতিজ্ঞায় ভুলিয়া, তিনি তাহাদের জন্য আবার দোয়া করিলেন। দোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া দুরাচারগণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া, পুনরায় নবীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল।

নির্য্যাতিত হজরত মুসা আবার তাহাদের প্রতিকূলে দোয়া করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেশ উকুনে ভরিয়া গেল। চৌদিকে শুধুই উকুন। শরীরে, কাপড়ে, ভাতে, পানিতে, তৈজস পত্রাদিতে পর্য্যন্ত উকুন। অনবরত উকুনের কামড়ে হতবুদ্ধি কিব্‌তিগণ, হজরত মূসার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহাদের কাতরোক্তিতে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি তাহাদের অনুকূলে দোয়া করিলেন। দুষ্টেরা মুক্তি লাভ করিয়া আবার দ্বিগুণ বেগে অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। তিনিও অনতিবিলম্বেই অভিসম্পাত করিলেন। আর চাই কি? চৌদিকে কেবলই বেঙ আর বেঙ। বাড়ীঘর, উঠান, আঙ্গিনা, ময়দান, জঙ্গল কেবল বেঙে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এমন কি কিব্‌তিদিগের খাদ্য সামগ্রীও বেঙের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইল না। মুখ ব্যাদন করিলেই অলক্ষিতে লম্ফ দিয়া বেঙ মুখ বিবরে প্রবিষ্ট হয়। এইবার দুরাচারগণ বিষম দায়ে ঠেকিল। কি করিবে অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় গলায় কুঠার বাঁধিয়া, খোদার নামে কসম করিয়া, হজরত মুসার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিব্‌তিদিগের বিপদ দূরীভূত হইল। পাপীদের পাপপূর্ণ হৃদয় কিন্তু ইহাতেও পরিষ্কার না হইয়া বরং কলুষতার ঘন তিমিরে গাঢ় ভাবেই সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। সুতরাং আবার হজরত মুসা দোয়া করিলেন। তখনই সারা দেশ শোনিত প্লাবনে ভাসিয়া গেল। কিব্‌তিদের যেখানেই হাত দাও না কেন, কেবল সদ্য রক্ত। কলসী পূর্ণ বিশুদ্ধপানি মুখে ঢালামাত্রই রক্তের স্বাদ পাওয়া যায়। মুখ হইতে ফেলিয়া দিলেই টাট্‌কা রক্তের মত দেখা যায়। ইসরাইলদিগের কিন্তু কোন বিষয়েই এইরূপ হইল না।

কিব্‌তিগণ সিব্‌তিদিগকে নানা কথায় মুগ্ধ করিয়া, তাহাদের মুখে পানি লইয়া কিব্‌তিদিগরে মুখে দিতে বলে। পানি তাহাদের মুখে দেওয়া মাত্রই লোহু হইয়া যায়। এইরূপে এইবারও তাহারা বিষম নাকাল হইল। অনন্যোপায় হইয়া শেষে হজরত মুসাকেই পুনরায় বহু মিনতি করিয়া, ইহার সমাধান করিল।

পাপীদের কলুষিত মন শত ঝঞ্ঝাবাত নীরবে সহ্য করিয়াও পাপ কার্য্য হইতে ক্ষণতরে বিচ্যুত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উপর্য্যুপরি এতগুলি অকাট্য মোজেজা এবং বিবি আসিয়ার সানন্দ মৃত্যু দর্শন করিয়া, মাত্র ফেরাউনের সুহৃদ হাজফিলের দিব্যজ্ঞান ফুটিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন যদি মুসার কথা মিথ্যা হইত, তবে প্রত্যহ যে সকল কাণ্ড হইয়া যাইতেছে তাহার অর্থ কি, আর বিবি আসিয়াই বা কি জন্য এত নির্য্যাতন ভোগ করিয়া অকাতরে মৃত্যু আলিঙ্গন করিলেন? নিশ্চয়ই মুসা ও তাঁহার ধর্ম্ম সত্য। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হাজফিলের হৃদয়ের অন্ধকার অপসারিত হইল। তিনি সকলকে প্রকাশ্যে ডাকিয়া, কহিলেন, "হে বে-ঈমানগণ! তোমরা নিশ্চয়ই বিপথগামী। তোমরা আমার পদাঙ্ক অনুসরণ কর; আমি তোমাদিগকে সত্যপথ দেখাইব।"

ফেরাউনের সুহৃদ হাজফিলের সত্যধর্ম্ম গ্রহণ।

হাজফিলের বাক্যে কিব্‌তিগণ বুঝিতে পারিল যে হাজফিল হজরত মুসার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাহারা তাঁহাকে নানারূপ ভীতি প্রদর্শন করিয়া, হজরত মুসার ধর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিল। কিন্তু শত চেষ্টাতেও যখন কার্য্য হইল না, তখন তাহারা

বাধ্য হইয়া হাজফিলের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কথা ফেরাউনের কর্ণগোচর করিল। শ্রবণ মাত্রই ফেরাউন তাঁহাকে হত্যা করিতে আদেশ করিল। হাজফিল ফেরাউনের ভয়ে ভীত হইয়া নির্জ্জন গিরি কন্দরে পলায়ন করিলেন।

অনুচরগণ পশ্চাৎদ্ধাবিত হইয়া দেখিতে পাইল যে, হাজফিল গিরি গুহায় নিবিষ্ট মনে নমাজ পড়িতেছেন, আর নানাবিধ হিংস্রপ্রাণী তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে। ইহা দেখিয়া অনুচরগণ ভয়ে আর তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিল না। মাত্র ফিরিয়া গিয়া ফেরাউনের নিকট সকল কথা জ্ঞাপন করিল। ফেরাউন তাহাদের কথায় বিরক্ত হইয়া বলিল, "যাও, এ সংবাদ আর কাহাকেও জানিতে দিও না।"

শুষ্ক নীল নদ ফেরাউনের তপস্যায় প্রবাহিত হয়; ফেরাউনের নিকট বৃদ্ধের অভিযোগ।

হজরত মুসার আবির্ভাব অবধি প্রায়ই ফেরাউনের উপর নানা প্রকার বিস্ময়কর কার্য্য ঘটিতে থাকে। সেই সময়ই একবার মিসরে প্রখর গরম পড়িয়া গেল। কোথাও বিন্দু পরিমাণ বৃষ্টি হইল না, এমন কি বৃষ্টি হইবার মত সামান্য মেঘও আকাশে দেখা গেল না। নদী নালার পানি ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কিছুদিনের মধ্যেই নীল নদের পানি শুকাইয়া শেষে ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত হইল। দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল, খাইবার পানিও কোথায় রহিল না। তখন বে-ঈমানগণ ফেরাউনকে কহিল, "শাহানশাহ্! আপনি আমাদের খোদা। কিন্তু আপনার সম্মুখেই নীল নদ আজ ভীষণ সাহারায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। কোথায়ও বিন্দু পানি পাওয়ার উপায় নাই। পানির অভাবে আমরা বিষম কষ্ট পাইতেছি। যদি আপনি আপনার

খোদায়ী রাখিতে চান, তবে যত শীঘ্র হয়, শুষ্ক নীল নদে বাণ বহাইয়া আমাদের পানির অভাব দূর করুন। নতুবা আপনাকে আমরা খোদা বলিয়া মান্য করিতে পারি না।"

কিব্‌তিদিগের কথা শুনিয়া ফেরাউন বড়ই নাজেহাল হইয়া পড়িল। এতদিনে বুঝি আর খোদায়ী রক্ষা করা চলে না। তাহার কাতরোক্তিতে নীল নদ কেন, সামান্য তরু পত্রও হেলিবে না। দীর্ঘকালের খোদায়ীর দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিতে ফেরাউন অস্থির হইয়া পড়িল; বহু চিন্তার পর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, ফেরাউন উদাসীন ভাবে গৃহ ত্যাগ করিল। বিজন বনে গিরি কন্দরে প্রবেশ করিয়া গণ্ডে কুঠার বাঁধিয়া, নত জানু হইয়া, খোদার সমীপে অশ্রু বিগলিত নয়নে গদ গদ কণ্ঠে আরজ করিল, "হে প্রভো! তুমি নিখিল ভুবনের স্রষ্টা, তুমি অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, পরাৎপর এবং বাঞ্ছাময়। তুমি সকলেরই বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক। প্রভো! যদিও আমি মহাপাপী তথাপি তোমারই করুণার ভিখারী। অতএব তুমি আমাকে তোমার মেহেরবানী হইতে বঞ্চিত করিও না। প্রভো! আমি পারলৌকিক মঙ্গল চাই না, তুমি আমার পারলৌকিক মঙ্গলের পরিবর্ত্তে ইহলোকেই আমার গৌরব মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শুষ্ক নীল নদকে এই মুহূর্ত্তে তরতর রবে প্রবাহিত করিয়া দাও।" এইরূপে ফেরাউন নিবিষ্ট ভাবে দোয়া করিতেছে; ইত্যবসরে এক পককেশ বৃদ্ধ, ফেরাউনের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "হে নরনাথ! আমি এক অভিযোগ লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।"

"এ কি বিচারালয় যে, তোমার অভিযোগের মীমাংসা করিব"— বলিয়া ফেরাউন নীরব হইল। অমনি নীল নদ কলকল রবে

প্রবাহিত হইয়া গেল। নীল নদে পানি দেখিয়া, ফেরাউনের প্রাণ আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। ফেরাউন তখন বৃদ্ধকে ডাকিয়া কহিল, "বল তোমার কি অভিযোগ ?"

বৃদ্ধ। নানা সুখশান্তি ও নিত্য ভোগের উপকরণাদি প্রভুর নিকট হইতে সর্ব্বদা পাওয়া সত্ত্বেও যে প্রভুর বিরুদ্ধে কার্য্য করে, তাহার কিরূপ দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য ?

ফেরাউন। এইরূপ কৃতঘ্নকে পানিতে ডুবাইয়া বধ করাই সমুচিত দণ্ড।

বৃদ্ধ। এই বিষয়ে আপনার অভিমত লিখিয়া দিলে খুবই ভাল হয়।

ফেরাউন। আমার কাছে লিখিবার উপকরণ নাই। এখন তাহা কোথা পাওয়া যাইবে ?

ফেরাউনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ লিখিবার উপকরণ তাহার সম্মুখে হাজির করিয়া দিলেন। ফেরাউন হিতাহিত না ভাবিয়া, নিজের অভিমত লিখিয়া দিল। ইপ্সিত লিপিকা পাইয়া বৃদ্ধ নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ফেরাউনের হুকুমে আজ শুষ্ক নীল নদ পানিতে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহাকে এখন আর ঠেকায় কে ? সে খোদা না হইয়া আর যায় না।

ফেরাউনের স্তম্ভ নির্ম্মাণ ও খোদার উপর তীর নিক্ষেপ।

কাজেই ফেরাউন খোদায়ীর দাবী করিয়া লোকের উপর জোর জুলুম করিতে লাগিল। খোদায়ীর দাবী কায়েম করিবার জন্য হজরত মুসাকে লক্ষ্য করিয়া একদিন ফেরাউন কহিল, "মুসা ! তুমি তোমার খোদাকে কখনও দেখ নাই। আমি কিন্তু তাহার দর্শন লাভ না

করিয়া ছাড়িব না। আজ হইতে আমি ইহার যোগাড়ে রহিলাম।” তারপর উজির হামানকে ডাকিয়া পুনরায় কহিল, “আমার জন্য জগতের অদ্বিতীয় উচ্চ একটী মিনার নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহার উপর দাঁড়াইয়া আমি মূসার আল্লাহ্-তা'আলাকে দর্শন করিব।”

স্তম্ভ নির্ম্মাণের জন্য অচিরেই তিন হাজার কারিগর নিযুক্ত হইল। রাজ্যের নানাস্থান হইতে ইহার মাল মসলা সংগৃহীত হইল। অতি অল্প কালের মধ্যেই পঞ্চাশ হাজার গজ উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। ফেরাউন তীর ধনু হাতে লইয়া উপরে উঠিয়া হজরত মূসার খোদাকে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। আল্লাহ্-তা'আলা ত আর স্তম্ভের মাথায় বসিয়া নাই যে, ফেরাউন উঁকি মারিয়াই তাঁহাকে দেখিয়া লইবে। কাজেই অনন্ত মহিমাময় খোদার দর্শন লাভ তাহার ঘটিল না। ফেরাউন উর্দ্ধে সজোরে তীর নিক্ষেপ করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া, লোক-লস্করকে কহিল যে, আল্লাহ্-তা'আলাকে তীর মারিয়া বধ করিয়া আসিয়াছে। নিক্ষিপ্ত তীর একটী পাখীর শরীর ভেদ করিয়া রক্তমাখা দেহে মাটীতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, সকলেই ফেরাউনের কথা ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে করিল। সব আপদ-বালাই চুকিয়া গেল। আজ হইতে ফেরাউন সর্ব্বেসর্ব্বা—একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী খোদা। মূসাকে আর ভয় করিতে হইবে না—তাঁহার খোদার দফা নিকাশ করিয়া ফেরাউন মস্ত বড় খোদা হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে দিনরাত কিব্‌তিদিগকে নিজের কুদরত দেখাইতে ফেরাউন বদ্ধ পরিকর হইল। একদিন ফেরাউন নিজের কেরামত জাহির করিবার ব্যবস্থা করিতেছিল; এমন সময়ে তাহার নির্ম্মিত স্তম্ভ ঝর ঝর করিয়া মাটীতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল।

ইহাতেও ফেরাউনের হুশ হইল না। ফেরাউন খোদায়ীর দাবী করিয়া নানা কুদরত জাহির করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অত্যাচার, অবিচার ও অধর্ম্মে দেশ ছাইয়া গেল। কিব্‌তিদিগের দশ খুন মাপ হইল।

ধনরত্নই কিব্‌তিদিগের কুপথ প্রদর্শনের প্রধান সহায় দেখিয়া, ক্ষুব্ধ হজরত মূসা তাহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌-তা'আলার দরবারে আরজ করিয়া কহিলেন, "হে আল্লাহ্‌! তুমিই কিব্‌তিদিগকে সুখের নানা উপকরণ দিয়াছ। এই কারণে তাহারা মোহবশে তোমার মহিমা উপলব্ধি করে না। প্রভো! নিজ মহিমায় তুমি তাহাদের সুখের উপকরণ ও ধন-রত্ন প্রস্তরে পরিণত কর।"

দেখিতে দেখিতে কিব্‌তিদিগের ধন-রত্ন এমন কি ফলবান বৃক্ষ সমূহ হঠাৎ প্রস্তরে পরিণত হইয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া ফেরাউন মনে মনে ভাবিল—তবে কি মূসার খোদা মরে নাই! তারপর ফেরাউন মরিয়া হইয়া লোক-লস্কর সমেত দুষ্কার্য্যে আরও অগ্রসর হইল। ঈমানদার সিব্‌তিদিগের আর দুঃখের সীমা রহিল না।

বহুকাল নসীহত করিবার পরও ব্যর্থ হইয়া হজরত মূসা বড় বেদনায় আল্লাহ্‌-তা'আলার দরবারে শেষ বারের জন্য আরজ করিলেন।

হজরত মূসার শেষ অভিশাপ।

হে মেহেরবান আল্লাহ্‌! আমি অনেক চেষ্টা করিয়া বহু নসীহত করিয়াছি। ফেরাউন কিছুতেই খোদায়ীর দাবী পরিত্যাগ করিতেছে না। তোমার অপমান আমি আর সহ্য করিতে পারি না। তুমি নিজ মহিমায় বে-ঈমানদিগের কঠোর মনকে প্রস্তর হইতে কঠিন করিয়া দাও।"

সঙ্গে সঙ্গেই গায়েব হইতে আওয়াজ হইল, "আয় মুসা! বে-ঈমান-দিগের উপর এত তাড়াতাড়ি অভিশাপ বর্ষণ করা তোমার জন্য উচিত হয় নাই। এখনও ফেরাউনের মুসাফিরখানায় রোজ রোজ বহু ভুকা মেহমান-মুসাফির ও গরীব-দুঃখীর জন্য অন্ন ব্যঞ্জন পাক হইতেছে। এখনও তাহার মুসাফিরখানায় চারি হাজার বক্‌রী, চারি শত গরু ও দুই শত উট জবেহ করা হয়।"

যাহা হউক ইহার পর হইতে ফেরাউনের উপর গজব নাজিল হওয়ার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। অন্যদিকে হজরত মুসার উম্মৎ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া ফেরাউনের উজির হামান তাহাকে বলিল, "জাঁহাপানা! মূসার জনশক্তি ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাকে অতি শীঘ্র দমন না করিলে ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ হওয়ার আশা নাই। ইহার জন্য এখন হইতেই আমাদিগকে তৈয়ার থাকিতে হইবে। আজকাল মুসাফিরখানার খরচ খুবই বেশী হইয়া গিয়াছে; কাজেই ইহার ব্যয়ভার কমান একান্ত দরকার।"

হামানের উপদেশ অনুযায়ী ক্রমশঃ মুসাফিরখানার ব্যয় হ্রাস হইতে লাগিল। হজরত মূসার শেষ অভিশাপের চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ফেরাউন যাবতীয় সদনুষ্ঠান হইতে বিমুখ হইয়া পড়িল। অপরদিকে খোদার গজবও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।

ফেরাউনের পরিণাম।

এই সময়ে হজরত মুসা চিন্তাকুলিতচিত্তে আল্লাহ্-তা'আলার হুকুমের অপেক্ষায় সময় কাটাইতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন মূসাকে লক্ষ্য করিয়া শব্দ হইল, "আয় মুসা! বে-ঈমানদিগের উপর শীঘ্রই গজব নাজিল হইবে। তুমি

বনি-ইস্‌রাইলদিগকে সঙ্গে করিয়া গভীর রজনীতে মিসর ত্যাগ করিয়া নীল নদের তীরে গিয়া অপেক্ষা করিবে। ফেরাউন তোমার পলায়নের কথা জানিবা মাত্র লোক-লস্কর সমেত তোমার পশ্চাদ্ধাবন করিবে। তখনই তাহার পতন হইবে।"

ইতিমধ্যে দেশে হঠাৎ মড়ক লাগিয়া বহু সহস্র কিব্‌তি মৃত্যুমুখে পতিত হইল; শহরের চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। কিব্‌তিগণ শোকে দুঃখে ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় ব্যস্ত রহিল। হজরত সুযোগ বুঝিয়া গভীর রজনীতে ঈমানদারগণ সহ মিসর ত্যাগ করিলেন। প্রাণপণে অবিশ্রান্ত পথ চলিয়াও তিনি নগর প্রান্তে পৌঁছিতে পারিলেন না। বারংবার বিফল হইয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, হজরত য়ুসুফের পবিত্র জানাজা মিসরের বুকে তখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এন্তেকালের সময় হজরত য়ুসুফ খোদার কাছে আরজ করিয়াছিলেন যে, ফেরাউনের উপর গজব নাজিল হওয়ার সময় হজরত মূসা যেন তাঁহার জানাজা অভিশপ্ত মিসরে পরিত্যাগ করিয়া না যায়। আল্লাহ্-তা'আলার দরবারে তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছিল। এই কারণে হজরত মূসা তাঁহার জানাজা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন নাই। হজরত য়ুসুফের পবিত্র জানাজা কোথা কোন সমাধিতে অবস্থিত তাহার বিন্দু বিসর্গও তিনি জানিতেন না। এই সমাধি আবিষ্কারের চিন্তায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলে, জনৈক বৃদ্ধা তাঁহাকে জানাইল যে, সে ইহার বিষয় সম্যকরূপে অবগত আছে। বৃদ্ধার নির্দ্দেশ মত খনন কার্য্য আরম্ভ হইল। কবর খনন মাত্রই দেখা গেল, এত দীর্ঘকালের সমাহিত লাশ তখনও যেন হাসিতেছে এবং সদ্য সমাহিত

লাশের ন্যায় তুলতুলে কোমল রহিয়াছে। যাহা হউক হজরত মূসা লাশ লইয়া, অতি দ্রুত সঙ্গীগণ সহ নীল নদের তীরে গিয়া আল্লাহ্-তা'আলার হুকুমের অপেক্ষায় রহিলেন।

কিব্তিগণ সহ হজরত মূসার পলায়নের খবর পাইয়া, ফেরাউন সাতষট্টি হাজার লোক-লস্কর সমেত তাঁহার অনুসরণ করিল। ফেরাউন নীল নদের তীরবর্ত্তী হইলে, ইস্রাইলগণ ভীত হইয়া হজরত মূসাকে কহিল, "হজরত! সম্মুখে নীল নদের বারি রাশি আর পশ্চাতে লোক-লস্কর সমেত ফেরাউন। আমাদের আশা ভরসা অচিরেই নীল নদের অতলে তলাইয়া যাইবে। ফেরাউনের লোক-লস্কর কর্তৃক ধৃত হওয়ার আর বেশী দেরী নাই।"

হজরত মূসা আপন লোকজনকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "ঈমানদারগণ! ভয় নাই। স্বয়ং আল্লাহ্-তা'আলা আমাদের সহায়। আমরা তাঁহারই হুকুমের অপেক্ষায় এখানে রহিয়াছি।" সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ হইল, "আয় মূসা! ভীত হইও না। প্রশান্তচিত্তে পূর্ণ তেজে হস্তস্থিত 'আসা' দ্বারা নীল নদের বুকে আঘাত কর। বিরাট বারি রাশি দুই ভাগ হইয়া তোমাদের জন্য রাস্তা তৈয়ার হইবে। তোমরা শুষ্ক পথের উপর দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইবে।"

হুকুম অনুযায়ী নীল নদের বুকে 'আসা' দ্বারা আঘাত করা হইল। অমনি কাচ সদৃশ দ্বাদশটী জলীয় গিরিসঙ্কটময় সুন্দর রাস্তা তৈয়ার হইল। ইস্রাইলগণ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া দ্রুতবেগে নীল নদের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

ফেরাউন এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া ভীত স্তম্ভিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহার অশ্ব সম্মুখস্থিত এক বেগবতী



তুরঙ্গিনীর * পশ্চাদ্ধাবিত হইল। সাধ্যাতীত চেষ্টা করিয়াও ফেরাউন উন্মত্ত অশ্বের বেগ রোধ করিতে পারিল না। অশ্ব যুগল ছুটিয়া চলিল। সৈন্যসামন্তগণও তাহার অনুসরণ করিল। অসংখ্য অশ্বের পদাঘাতে ধূলিরাশি শূন্যে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। ক্রমে ফেরাউন লোক-লস্কর সমেত নীল নদের গভীর গর্ভে নামিয়া পড়িল। এইদিকে হজরত মূসা, ঈমানদারগণ সহ নীল নদ পার হইয়া গেলেন। ঠিক এই সময়ে ফেরাউন লোক-লস্কর সমেত নদের-মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমনি কাচ সদৃশ জলীয় গিরিবর্ত্ম সমূহ ভাঙ্গিয়া কল কল রবে বারি রাশি লোক-লস্কর সমেত ফেরাউনকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। ফেরাউন চীৎকার করিয়া বলিল, "হে মূসা! আমি তোমার আল্লাহ্-তা'আলার উপর ঈমান আনিয়াছি। আমাকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা কর।" তাহার কাতরধ্বনিতে হজরত জিবরাইল গর্জ্জিয়া কহিলেন, "বে-ঈমান! খোদায়ীর দাবী করিয়া আজ দায়ে পড়িয়া ঈমান আনিতে চাহিলে কোনও ফল হইবে না।"—এই বলিয়া ফেরাউনের চক্ষের উপর একখণ্ড লিপিকা ধরিয়া আবার কহিলেন, "ইহাতে তোমারই অভিমত

---

* কথিত আছে হজরত জিবরাইল মানুষের বেশে একটী মাদী-ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া, ফেরাউনের ঘোড়ার আগে আগে গিয়াছিলেন। সেই মাদী-ঘোড়ার বিশেষ গুণ এই ছিল যে, যখনি কঙ্করময় মরুভূমিতে পদ সঞ্চালন করিত, তখনি পদতল হইতে শ্যামল তৃণ উৎপন্ন হইত। ইহা দর্শন করিয়া ইস্রাইল বংশীয় সামরী ইহাকে কুদ্রতী ঘোড়া মনে করিয়া, ইহার পদতল হইতে কিছু মাটী উঠাইয়া লয়। কালে সামরী এই মাটী দ্বারা স্বীয় অভিষ্ট কার্য্য সাধন করে।

লিখিত রহিয়াছে। তোমারই বিচার অনুযায়ী তোমার প্রাণ লওয়া হইতেছে।" পরক্ষণেই এক মুষ্টি মাটী হাতে লইয়া, হজরত জিবরাইল তাহার মুখে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, ফেরাউনের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। ফেরাউন লোক-লস্কর সমেত নীল নদের বিরাট বারি রাশির গর্ভে কোথা তলাইয়া গেল।—

৫

হজরত মুসার কিতাবে এলাহী লাভ।

ফেরাউনের শোচনীয় পরিণামের পর বনি-ইস্রাইলদিগের অবস্থা বিশেষ উন্নত হইল। মিসর রাজ্য তাহাদের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। রাজ্য, ধন, মান, গৌরব ও মর্য্যাদা সম্পূর্ণ নিরাপদ হইলে, একদিন হঠাৎ শব্দ হইল, "হে মুসা! তুমি ত্রিশ দিনরাত তূর পর্ব্বতে থাকিয়া রোজা করিয়া আমার এবাদত-বন্দেগী কর। আমি তোমাকে আমার কিতাব অর্পণ করিব।"

আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্রই খলিফা পদে হজরত হারুনকে অধিষ্ঠিত করিয়া, হজরত মূসা তূর পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং রোজা পালন করিয়া সেখানে এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল রহিলেন। ক্রমে ত্রিশ দিন গত হইল। সত্বরই তাঁহার উপর কিতাবে এলাহী নাজিল হইবে। অনবরত ত্রিশ দিন রোজা রাখার ফলে, তাঁহার মুখ হইতে বদ গন্ধ বাহির হইতেছে দেখিয়া, তিনি জয়তুন বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া, তাহা দ্বারা মিসওয়াক করিয়া মুখ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হজরত জিব্রাইল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হজরত! রোজার দরুন আপনার মুখ হইতে যে খারাব গন্ধ বাহির হইতেছিল, তাহা আল্লাহ্-তা'আলার কাছে বরই পছন্দ হইয়াছিল। আপনি তাহা কৃত্রিম উপায়ে দূর করিয়াছেন; এই কারণে আপনাকে আরও দশ দিন রোজা করিতে হইবে। হজরত আরও দশটী রোজা করিলেন। ক্রমে চল্লিশ দিন পূর্ণ হইয়া গেলে আল্লাহ্-তা

'আল্লার হুকুমে, হজরত মূসার চতুর্দ্দিকে পঁচিশ ক্রোশব্যাপী স্থান গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শয়তানকে তাঁহার নিকট হইতে বহুদূরে সরাইয়া দেওয়া হইল। কিরামন-কাতিবিন নামক ফেরেশ্‌তাগণকে তাহার নিকট হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া হইল। তারপর ক্রমে ক্রমে চব্বিশ হাজার বাক্যাবলীর পর, হজরত মূসা আল্লাহ-তা'আলাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। আওয়াজ হইল, "আয় মূসা! আমাকে চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যাহা হউক তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। এখন তুমি তূর পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত কর। যদি এই বিশাল তূর কণামাত্র আমার নূরের দীপ্ত তেজ সহ্য করিতে পারে, তবে না হয় তুমি একবার আমাকে দেখিয়া লইও।"

গায়েবী আওয়াজ শুনিয়া, হজরত মূসা কহিলেন, "হে আল্লাহ্‌! তোমার দীপ্ত নূরের তেজের সম্মুখে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া গেলেও আমার জীবন সফল হইবে। তুমি নিজ মহিমায় আমাকে দেখা দাও। তোমার স্বরূপ দর্শন করিয়া আমার মানব জন্ম সার্থক হউক।"

হঠাৎ তূর পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক রোশেনায়ে জ্বলিয়া উঠিয়া গোলজার হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে আল্লাহ্‌-তা'আলার নূরের কণামাত্র তূর পর্ব্বতের বুকে অবতীর্ণ হইল। উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ধীরে ধীরে তূর কম্পিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে নূরের পূর্ণ তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, তূর পর্ব্বত * খণ্ড বিখণ্ড হইয়া সশব্দে নানা

* বিক্ষিপ্ত খণ্ডগিরিগুলির তিনখণ্ড আজকাল আরব দেশে, হিরা, সবুর ও সরির নামে প্রসিদ্ধ।

দিকে ছুড়িয়া পড়িল। হজরত মুসা মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ফেরেশ্‌তা-গণ তাহার অসীম সাহস দেখিয়া, বেহেশ্‌ত হইতে তাহার উপর পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

হজরত মুসা পবিত্র আরফাৎ দিবস বৃহস্পতিবার উষার অব্যবহিত কাল পর হইতে শুক্রবার দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত ছিলেন। সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলে, তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। হুশ হওয়া মাত্র, সর্ব্বাগ্রে তিনি তৌবা করিলেন।

আল্লাহ্‌-তা'আলার আদেশানুযায়ী হজরত জিবরাইল বেহেশ্‌ত হইতে জমরুদী তরুর তখ্‌তা আনিয়া হজরত মুসার সম্মুখে হাজির করিলেন। পবিত্র তৌরত কিতাব খোদার হুকুমে সাতটী কাঠে লিখিত হইয়া, ফেরেশ্‌তা কর্ত্তৃক হজরত মুসার উপর নাজিল হইল। এই-রূপে কিতাবে এলাহী তৌরত পাইয়া, আনন্দিত মনে তিনি বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইলেন। অমনি শব্দ হইল, "হে মুসা! আমি তোমার অগোচরে তোমার উম্মৎগণকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম; ইহার ফলে তাহারা মহা সমস্যায় পড়িয়াছে"।

ইস্‌রাইলগণের গো পূজা ও সামরর আত্মকাহিনী

যথা সময়ে তৌরত সহ হজরত মুসা বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে ইস্‌রাইলগণ, তাঁহার দেরী দেখিয়া, সামরী নামক জনৈক দুষ্ট বনি-ইস্‌রাইলের কুহকে পড়িয়া, গরুর পূজা করিতে শুরু করিয়া দিল।

সামরী, ইস্‌রাইল বংশসম্ভূত জনৈক রমণীর জারজ সন্তান ছিল। মাতার বিবাহের পূর্ব্বে তাহার জন্ম হয়। কুলে কালি পড়ে দেখিয়া, তাহার মাতা তাহাকে অতি গোপনে এক বনে রাখিয়া প্রতিপালন করেন।

কৈশোরে সামরী প্রকাশ্যে হজরত মূসার দীন মানিত, কিন্তু অন্তরে কুভাব পোষণ করিত। দুষ্ট বুদ্ধির জন্য সামরী একজন পাকা লোক ছিল। ইস্রাইলগণ নদী পার হইবার কালে, যখন হজরত জিবরাইল ফেরাউনের আগে আগে অশ্ব পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন, তখনই দুষ্ট সামরী অশ্ব পদতল হইতে মুষ্টিমেয় মাটী কুড়াইয়া লইল। উক্ত মাটী দ্বারা কি কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা না জানিলেও পরে আবিষ্কৃত হয় যে, ইহা যে কোন প্রতিমার মুখে গুজিয়া দিলেই, প্রতিমা জাতি নির্ব্বিশেষে শব্দ করিয়া থাকে। সামরী প্রথম সুযোগ পাইয়া, ইহা কাজে লাগাইবার উপায় বাহির করিয়া বসিল। বনি-ইস্রাইলগণ মিসর পরিত্যাগ করিবার কালে কিব্তি মহিলাদের নিকট হইতে অনেক স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার ও তৈজস পত্রাদি ধারে আনিয়াছিল। সেই সব ফিরাইয়া দেওয়ার সুযোগ তাহাদের আর হইয়া উঠে নাই। নীল নদ পার হইবার পর সেইগুলি আল্লাহ্-তা'আলার আদেশে দগ্ধিভূত হয়। এই সময়ে সামরী নানা প্রবঞ্চনা করিয়া বহু স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়া লয়। এই সকল অলঙ্কার দ্বারা সামরী একটী সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর গরু নির্ম্মাণ করিয়া, বহুদিনের সঞ্চিত মাটী মুখে গুজিয়া, উহার জান দিল। প্রতিমাটী তখন পশুর স্বরে হাম্বা রব করিতে লাগিল। সামরীর বাসনা পূর্ণ হইল। সে নিরেট মূর্খ সিব্তিদিগকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, ইহাই মূসার খোদা। আমি বুঝিতে পারিতেছি, মূসা পথভ্রান্ত হইয়া তুর গমন করিয়াছেন। সেখানে যাইয়া তিনি খোদাকে পান নাই; সুতরাং তিনি খোদার তালাশ করিতেছেন। তাই ফিরিতে তাঁহার এত দেরী হইতেছে। এক্ষণে

তোমরা সকলে ইহাকেই খোদা জানিয়া পূজা করিতে থাক।” বনি-ইস্রাইলগণ সামরীর প্ররোচনায় পড়িয়া, গরুর পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। এইরূপে জানোয়ারের পূজা করিতে হজরত হারুন তাহাদিগকে বার বার নিষেধ করিলেন কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ইহাতে হজরত মূসা রাগে আগুনের মত হইয়া হস্তস্থিত তৌরাত লিখিত তখ্‌তা সমূহ সজোরে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ভীষণ আঘাতে খান কতক তখ্‌তা ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল। পরক্ষণেই ভ্রাতা হারুনের দাড়িতে ও চুলে ধরিয়া শ্লেষপূর্ণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, “কি জন্য আমার অগোচরে তুমি ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছ? কি জন্য তাহাদিগকে তুমি বাধা প্রদান কর নাই? বাধা না মানিলে, তুমি কিজন্য তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলে না?” হারুন যাতনা সহিতে না পারিয়া কহিলেন, “ভাই, বড় কষ্টই পাইতেছি। আমার চুল ও দাড়ি ছাড়িয়া দাও। আমার নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা পাপকার্য্যে রত হইয়াছে। শেষে তুমি আমাকেই দোষী মনে করিবে বলিয়া, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করি নাই।” ইহা শুনিয়া হজরত মূসা ভ্রাতার চুল ও দাড়ি ছাড়িয়া দিলেন। পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সামরীর দ্বারাই এই পাপ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সামরীকে ডাকিয়া উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পাপী কোন কথাই গোপন না করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কথা খুলিয়া বলিল। ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত মূসা তাহাকে অভিসম্পাৎ করিয়া বলিলেন, “যাও, তোমার পরকালের শাস্তি ব্যতিরেকে ইহকালেও তোমার সুখ নাই। তোমাকে কেহ স্পর্শ করিবে না, তুমিও কাহাকে

স্পর্শ করিতে পারিবে না।" হজরত মুসার বাক্য অলঙ্ঘনীয়; কাজেই সামরীকে কেহ ছুইলে উভয়েরই গা ভাঙ্গা দিয়া প্রবল বেগে জ্বর আসিত। অতএব সামরী ঘৃণিত কুকুরের ন্যায় অধম হইয়া গেল ; তাহাকে দেখিয়া সকলেই শত হাত সরিয়া দাঁড়াইত। সামরী উপায়ান্তর না দেখিয়া এক বনে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। অতঃপর হজরত মুসার ক্রোধ থামিয়া গেলে, তিনি ভ্রাতা হারুনকে লইয়া খোদার নিকট স্বীয় ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তৎপর গো পূজকদিগকে তৌবা করাইলেন। তাহাদের তৌবা কবুল হইলে, শব্দ হইল, "প্রাণ দান কর।" প্রতিমা পূজকগণ খোদার ইচ্ছায় প্রাণ দিতে রাজী হইল, কিন্তু কেহই নিজের শরীরে সঙ্গিন বসাইতে সমর্থ হইল না। সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অমনি পুনঃ আদেশ হইল, "ঈমানদারগণ যেন প্রতিমাপূজকদিগকে কৃপাণাঘাতে প্রাণ হনন করে।" এবার কিন্তু অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হইল। এদিকে আল্লাহ্-তা'আলার আদেশ অমান্য হইতেছে দেখিয়া, তাহাদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিল। খোদার অপার মহিমা। সঙ্কুচিত মনে সকলেই যখন ইতস্ততঃ করিতেছিল, ঠিক তখনই আকাশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত হইয়া গেল। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কেহ কাহাকে দেখিতে পাইল না। সঙ্গে সঙ্গেই রক্ত লোলুপ তীক্ষ্ণ অসি ঝন্ঝন্ রবে উঠিয়া পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। অজস্র ধারে শোনিত প্রবাহ বহিয়া চলিল। দুর্ভেদ্য তিমির ভেদ করিয়া নানারূপ বিকট শব্দ হইতে লাগিল। ইহাতে হজরত মুসা ও হারুন ভক্তি ভরে মাথা নত করিয়া, আল্লাহ্-তা'আলার নিকট কৃতজ্ঞতা

গো পূজকদের তৌবা এবং শাস্তি বিধান।

জ্ঞাপন করিয়া, ক্ষমা প্রার্থী হইলেন। ভক্তের আকুল আবেদন গ্রাহ্য হইলে, পলকে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতও স্থগিত হইল।

পুনরায় আদেশ হইল, "তৌরতের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর।" ইহাতেও অনেকের মত বৈষম্য রহিয়া গেল। আল্লাহ্-তা'আলার কঠোর আদেশে, এইবার হজরত জিব্রাইল এক পাষাণময় বিশাল পর্ব্বত তাহাদের মস্তকোপরি শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিয়া দিলেন। যেন পর্ব্বত তাহাদের মস্তক নিষ্পেসিত করিয়া দিতে পড়ে পড়ে অথচ পড়ে না। পিছন দিক হইতে অনন্ত বারিধি ভৈরব হুঙ্কারে পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ তুলিয়া যেন সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে আসিতেছে।

সম্মুখদিক হইতে এক ভীষণ অনল কুণ্ড লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া, অনিল সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, শনৈ শনৈ অগ্রসর হইতেছে। এবার সকলেই প্রমাদ গণিয়া, ভাবিল আর পরিত্রাণ নাই, অথচ পলাইবারও উপায় নাই। সকল স্থানেই সর্ব্বগ্রাসী আগুন, পানি ও পর্ব্বত সঙ্গে সঙ্গেই যাইবে। বিদ্রোহীগণ এবার দায়ে পড়িয়া তোবা করিয়া, পুনরায় তৌরতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিল। ইহার কতিপয় দিবস পরেই পুনরায় আল্লাহ্-তা'আলার তরফ হইতে আদেশ হইল, "হে মুসা! প্রতিমা পূজার অনুশোচনার্থে সাতাইশ জন ইস্রাইল সহ তূর পর্ব্বতে গমন কর।" হজরত মুসা আর কাল বিলম্ব না করিয়া, আদিষ্ট লোক সহ তূর পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নিবিড় ঘন কৃষ্ণ মেঘে তাহাদিগকে আবৃত করিয়া ফেলিল; পরক্ষণেই গভীর তিমির

উম্মৎসহ হজরত মূসার তূর-গমন।

রাশি ভেদ করিয়া শব্দ হইল, "হে মুসা! আমিই পবিত্রতম কাবা গৃহের মালিক অদ্বিতীয় খোদা। আমিই তোমাকে জন্মভূমি মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি। অতএব আমার বন্দেগী কর।"

বাক্য সমাপ্তির পরই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইস্রাইলগণ জিদ করিয়া এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, "আমরা আল্লাহ্-তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখিতে না পাইলে, কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।' হজরত মুসা তাহাদিগকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুতেই প্রবোধ মানিল না বরং বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহাদের জিদ চরমে উঠিলে, অকস্মাৎ এক গগন ভেদী গভীর কর্কশনাদ তাহাদের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। শব্দের প্রতিধ্বনি মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাহাদের শব দেহও ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

হজরত মুসা স্তম্ভিত ভীত হইয়া ফেলফেল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। পরক্ষণেই আবার নত জানু হইয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিলেন, "হে অনন্ত মহিমায় পতিত পাবন প্রভো! আমি তোমারই আদেশ পালনার্থে উম্মৎসহ এই বন ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছি; আবার তোমারই আদেশে সঙ্গীগণের শোচনীয় পরিণাম স্বচক্ষে দর্শন করিতেছি। হে বিভো! এখন আমি সঙ্গীগণ ব্যতীত কিরূপে গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারি? মানুষ যে আমাকে আর বিশ্বাস করিবে না; বরং বলিতে পশ্চাদ পদ হইবে না যে, আমি তাহাদিগকে বধ করিবার জন্যই প্রবঞ্চনা করিয়া এখানে আনিয়াছিলাম। প্রভো! আমার অপবাদ স্খালনার্থে শব দেহে জীবন দান কর।" হজরত মুসার আকুল প্রার্থনায়



আল্লাহ্-তা'আলা তাহাদের প্রাণদান করিলেন। ইহাতে তাহারা জন্ম মৃত্যুর রস আস্বাদন করিয়া লইল ও সঙ্গে সঙ্গে মৃত দেহে খোদা কর্ত্তৃক প্রাণ সঞ্চারিণী শক্তিরও সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। ইহার পর হজরত সঙ্গীগণ সহ হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিলেন। সকলেরই মনে ধ্রুব বিশ্বাস হইল যে, খোদা ও তাঁহার রসূল সত্য।

কারুনের অর্থ লিপ্সা ও তাহার পরিণাম।

কিন্তু হজরত মূসার পিতৃব্য পুত্র কারুনের মনে সন্দেহ রহিয়া গেল। কারুন নিতান্ত রূপবান ও দরিদ্র ছিল। প্রথম প্রথম হজরত মূসাকে কারুন খুবই ভক্তি করিত। কথিত আছে, সেই জমানাতে আর কেহই তাহার মত এত সুন্দর করিয়া তৌরত আবৃত্তি করিতে পারিত না। একদিকে কারুন যেমন সর্ব্বদাই হজরত মূসার নিকট থাকিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে চেষ্টা করিত, অপরদিকে তাহার দারিদ্র মোচন করিবার জন্য দোয়া করিতে হজরতকে অনুরোধ করিত। হজরত মূসার দোয়ার বরকতে কারুনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। ইহাতে কারুনের অর্থ লিপ্সা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে হজরত মূসার নিকট কিমিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা চরমে পরিণত করিল। দেখিতে দেখিতে কারুন ধনকুবের হইয়া গেল। ধনের সঙ্গে সঙ্গে কারুন চতুর্গুণ কৃপণ হইয়া উঠিল। ইহার পর হইতে হজরত মূসাকে দেখিলে, কারুন দশ হাত দূরে দিয়া সরিয়া যাইত।

এই সময়ে একদিন কারুনকে ডাকিয়া হজরত মূসা কহিলেন, "ভাই কারুন! আল্লাহ্-তা'আলার মেহেরবানাতে তুমি অশেষ ধনের মালিক হইয়াছ। তাঁহার হুকুম অনুযায়ী শতকরা আড়াই ভাগ হিসাবে

তোমাকে মালের জাকাৎ দিতে হইবে।" হজরতের কথা অনুযায়ী জাকাৎ দিতে গেলে, বহু ধন খরচ হইয়া যায় দেখিয়া, কারুন ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়া উঠিল যে, তাহার শ্রমার্জ্জিত ধনে আল্লাহ্-তা'আলার কোন অংশ নাই—কাজেই থামাথাই সে ধন বিলাইয়া দিতে পারে না। এইরূপ তর্কের পর কারুন দম্ভভরে হজরত মুসার নিকট হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেই দিন হইতে কারুন হজরত মুসার দুশ্‌মন হইয়া দাঁড়াইল এবং যে কোন অসৎ উপায়ে তাঁহাকে নাস্তা-নাবুদ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া অকারণ তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হজরত মুসাকে নাকাল করা সহজ নয়; কাজেই সে নূতন রকমের এক ভীষণ উপায় উদ্ভাবন করিল। এক বারবনিতার সহিত চক্রান্ত এই হইল যে, সে প্রকাশ্য ওয়াজের মজলিসে দাঁড়াইয়া, হজরত মুসার বিরুদ্ধে অবৈধ কার্য্যের অভিযোগ আনয়ন করিবে। অনন্তর কারুন উক্ত বারাঙ্গনা সহ যথা সময়ে হজরত মুসার ওয়াজের মজলিসে উপস্থিত হইল। হজরত তখন আপন উম্মতদিগকে বলিতেছিলেন যদি কোন বিবাহিতা স্ত্রী কিংবা পুরুষ অবৈধ আচরণ করে, তবে প্রস্তরাঘাতে তাহাদিগকে বধ করাই তৌরতের বিধান; আর যদি কোন অবিবাহিত যুবক-যুবতী অবৈধ আচরণ করে, তবে তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করাই তৌরতের আদেশ।" হজরতের ওয়াজ শ্রবণ মাত্রই কারুন দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এমন কার্য্য যদি আপনার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তবে তাহার শাস্তি কিরূপ হইবে?" কারুনের কথা শুনিয়া উত্তরে হজরত কহিলেন, "সকলের জন্যই এক আদেশ।" ইহাতে কারুন নিতান্ত সুযোগ পাইয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ বারবনিতা আপনার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করিতেছে।"

কারুনের অভিযোগে রাগে হজরত মুসা কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। আল্লাহ্-তা'আলার নামে শপথ করিয়া সত্য কথা প্রকাশ করিবার জন্য, তিনি উক্ত রমণীকে আহ্বান করিলেন।

কথিত বারাঙ্গনা যেন কি বলিতে গিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কখনও না। কারুনের কথা সত্য নয়। এই প্রকার অভিযোগ আনিয়া হজরতকে নাস্তা-নাবুদ করিবার মতলবেই কারুন আমাকে শিক্ষা দিয়াছে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

হজরত তখন সিজ্দা করিয়া কহিলেন, "হে মেহেরবান আল্লাহ্! তোমার দুশ্মন আজ আমাকে অপদস্ত করিতে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে।"

অমনি শব্দ হইল, "হে মুসা! দুনিয়ার মাটীকে আজ তোমার অনুগত করা হইল। মাটী তোমার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবে।" ইহাতে হজরত মস্তকোত্তলন করিয়া, কারুনের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, কোঠা-ইমারত ও দুইজন বন্ধু সহ তাহাকে উদরস্থ করিতে বসুধাকে আদেশ করিলেন। কারুন অগাধ ধনরত্ন, বালাখানা ও দুইজন বন্ধু সহ ভূগর্ভে প্রোথিত হইতে হইতে ক্রমে লীন হইয়া গেল। তাহার ধনরাশি কোন কাজেই আসিল না।

হজরত মুসার সহিত আল্লাহ্-তা'আলার ওয়াদা ছিল যে, সিরিয়া দেশ তাঁহাকে দেওয়া হইবে। কারুনের শোচনীয় পরিণামের পর হজরত মুসা সিরিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহে সৈন্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই বহু রাজ্য বনি-ইস্রাইলদিগের

পদতলে লুটাইয়া পড়িল। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমুহে হজরত মুসার প্রভাব সম্পুর্ণরূপে স্থাপিত হইলে, তিনি মস্তবড় একদল ফৌজসহ বলকান রাজ্য আক্রমণ করেন। হজরত মুসার সম্মুখে প্রথম যুদ্ধেই বলকান রাজ পরাজিত হইল। বলকান রাজ্যে তখন বলায়াম বাউরা নামক এক তাপস বাস করিত। পরাজিত বলকানবাসিগণ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুসাকে নিপাত করিবার জন্য তাপসের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাপস তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া, হজরত মুসার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে, তাহাদিগকে বিশেষ উপদেশ প্রদান করেন।

হজরত মুসার বলকান জয় ও বলায়াম বাউরার পরিণাম।

বলায়াম বাউরার দোয়ার বরকতে মুসার পরাজয় অনিবার্য্য মনে করিয়া, বলকানের লোকগণ বহু ধনরত্ন দিয়া, তাহার স্ত্রীকে বশীভূত করিয়া, দোয়ার অপেক্ষায় রহিল। কিন্তু স্ত্রীর বারবার অনুরোধেও বলায়াম হজরত মুসাকে বদ-দোয়া করিতে রাজি হইল না। মুসা এক জন মস্ত বড় পয়গম্বর। তাঁহার বিরুদ্ধে দোয়া করিলে, নিজের অমঙ্গল হইবে বলিয়া, তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এদিকে স্ত্রীও জিদ করিয়া বসিল যে মুসার বিরুদ্ধে তাঁহাকে দোয়া করিতে হইবে; নতুবা সে রসাতল করিয়া ছাড়িবে। শেষে বলায়াম বাধ্য হইয়া মুসার প্রতিকূলে দোয়া করিবার নিমিত্ত তূর পর্ব্বতে যাইতে প্রস্তুত হইল।

যথা সময়ে বলায়াম তূর পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া, হজরত মুসাকে অভিশাপ করিল। অমনি তাহার জিহ্বা কুকুরের জিহ্বার ন্যায় লেলিহান হইয়া মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল

এবং তাহার উজ্জ্বল মূর্ত্তি একখানা পোড়া কাঠের মত হইয়া গেল। কিন্তু ইহার জন্য হজরত মুসার উপর তাহার রাগ বাড়িয়া গেল। এখন হইতে বলায়াম হজরত মূসার সহিত দুশমনী করিতে প্রবৃত্ত হইল। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, কয়েকটী অবিবাহিতা পরমা সুন্দরী যুবতীকে মনোহর ভূষায় সজ্জিত করিয়া, কুকার্য্যে লিপ্ত করিবার জন্য হজরত মুসার লোক-লস্করের ছাউনিতে পাঠাইয়া দিল। উপদেশ মত তাহারা রূপের তরঙ্গ তুলিয়া মধুমাখা হাসিতে চৌদিক উজ্জ্বল করিয়া, ফৌজের আসে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যমরী নামক এক বনি-ইস্রাইল সিপাহী অচিরেই তাহাদের কুহকে পড়িয়া কু-কর্ম্মে লিপ্ত হইল। ইহার ফলে, সত্বরই হজরত মুসার সৈন্যদলে মড়ক দেখা দিল. অল্প সময়ের মধ্যে বহু সৈন্য মারা গেল। কোন্ পাপের ফলে এত সব লোকজন মারা যাইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য খেয়াজ-ইব্নে-হারুন নামক জনৈক বিশ্বাসী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইল। বহু অনুসন্ধানের পর যমরীকে এক যুবতীর গুপ্ত প্রেমে কু-কার্য্যে মত্ত দেখিয়া, হারুন তৎক্ষণাৎ উভয়কে বর্শায় বিদ্ধ করিয়া বধ করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় সঙ্গে সঙ্গেই ছাউনি হইতে মড়ক অবসান হইল। ইহার পর বলকান-বাসীদিগের সহিত খুব বড় যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে বনি-ইস্রাইলগণ বিজয় লাভ করিল। হজরত মুসার বিজয় নিশান সগর্ব্বে উড়িতে লাগিল।

বলকান বিজয়ের পর সসৈন্যে তিয়ানগরে অভিযান করিবার জন্য হজরত মুসা আদিষ্ট হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ অমালিকাগণ তখন তিয়ানগরে বসবাস করিত। এওয়াজ-ইব্নে-উলুক তিয়ার রাজা ছিল। ইহারা

অসীম শক্তিশালী ছিল এবং আল্লাহ্-তা'আলার অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাস করিত না। হজরত কাল বিলম্ব না করিয়া,

তিয়ানগর আক্রমণ।

তিয়া নগর আক্রমণ করিলেন। সত্বরই এওয়াজ অবগত হইল যে, একদল ক্ষুদ্র মানুষ তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিবার জন্য বারজন সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠাইয়াছে। এওয়াজ নগরের বাহিরে আসিয়া, পাখীর ছানার মত তাহাদিগকে ধরিয়া, থলের ভিতরে পুরিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। তারপর থলের ভিতর হইতে এই বার জন লোককে বাহির করিয়া, স্ত্রীর সম্মুখে রাখিয়া কহিল, "বিবি! এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সুদূর মিসর হইতে এখানে আসিয়াছে।" এওয়াজের পত্নী ইহাতে বিস্মিত হইয়া, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিল, "ইহাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণী মারিয়া কি লাভ হইতে পারে? ইহারা প্রাণ লইয়া ফিরিয়া গেলে, সঙ্গীদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া হয় ত লোক-লস্কর সমেত পলায়ন করিবে।" পত্নীর অনুরোধ রক্ষিত হইল। এইরূপে মুক্ত হইয়া বারজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছাউনিতে ফিরিয়া গিয়া, আমূল বৃত্তান্ত সকলের নিকট বর্ণনা করিল। সকলেই অমালিকাদিগকে দেও-দানব মনে করিয়া ভীত হইয়া, যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইল। হজরত মূসা ও তাঁহার ভ্রাতা হারুন প্রমাদ গণিল। তখন গায়েব হইতে শব্দ হইল, "আয় মূসা! ভীত হইও না। বিদ্রোহীদিগকে অন্বেষণ করিও না। আমি তাহাদিগকে চল্লিশ বৎসরের জন্য এই বিজন প্রান্তরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। সারা দিন অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া সন্ধ্যাকালে তাহারা এখানেই ফিরিয়া আসিবে।"

কাজেও হইল তাহাই। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে যাহারা এই রহস্য উৎঘাটন করিয়া, ছাউনিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাদের শরীরের মাংস সমূহ গলিত শবের ন্যায় খসিয়া পড়িতে লাগিল; দুর্গন্ধে তাহাদের কাছে তিষ্ঠান দায় হইল। আর বাদ বাকী সকলে সারা দিন বৃথা ঘুরিয়া সন্ধ্যাকালে বিজন প্রান্তরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সত্বরই তাহারা বুঝিতে পারিল যে, ইহা বিদ্রোহের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়; কাজেই তাহারা সকলে পুনরায় হজরত মুসার নিকটে ফিরিয়া আসিল।

আল্লাহ্-তা'আলার আদেশে হজরত মুসা ভ্রাতা হারুনকে সঙ্গে করিয়া এওয়াজের সম্মুখীন হইলেন। তিনি আর দেরী না করিয়া, এক লম্ফ দিয়া গদা সহ ত্রিশ গজ ঊর্দ্ধে উঠিয়া, এওয়াজের পায়ের গোঁড়ালীতে ভীষণ আঘাত করিলেন; গদার প্রচণ্ড আঘাতে এওয়াজ ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, অমালিকাগণ বাধ্য হইয়া পলায়ন করিল।

লড়াই ফতে করিয়া, হজরত মুসা ছাউনিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিদ্রোহীদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাহাদের খোরাক ও পোশাকের জন্য তিনি আল্লাহ্-তা'আলার দরবারে আরজ করিলেন। আকাশ হইতে তাহাদের জন্য তরমুজ ও পাখীর গোশ্ত নাজিল হইল; পরিতোষের সহিত আহার করিয়া তাহারা সুস্থ ও সবল হইল। অতঃপর আল্লাহ্-তা'আলার হুকুমে তাহাদের ছিন্নবস্ত্র ধুইয়া লওয়াতে সকলই নূতন হইয়া গেল, আর ময়লা কাপড় আগুনে পুড়াইয়া লওয়াতে পরিষ্কার হইয়া গেল। এইরূপে তাহাদের দিনপাত হইতে লাগিল। তখন হইতে তাহাদের সন্তান সন্ততি মাতৃগর্ভ হইতে জামা পরিহিত অবস্থায় ভূমিষ্ট হইতে

লাগিল। প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় একখণ্ড মেঘ সামিয়ানার মত তাহা-দিগকে ছায়াদান করিত। রাত্রিকালে নূরের আলোতে চতুর্দ্দিক আলো-কিত হইত। এইরূপে চল্লিশ বৎসর গত হইলে বিদ্রোহীদিগের সকলেই কে কোথায় চলিয়া গেল। তাহাদের সন্তানদিগের দ্বারা শূন্য স্থান পূর্ণ হইয়া হজরত মূসার জনবল পরিপুষ্ট হইল। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য একদিন হঠাৎ হজরত মূসার উপর আদেশ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ লোক-লস্কর সমেত মিসরের দিকে রওয়ানা হইলেন। বহুকাল পর জন্মভূমির মুখ দেখিতে পাইয়া হজরত আরামের নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

৬

হজরত খিজরের দর্শন লাভ।

মিসর রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধর্ম্মের অবসান হইয়া সেখানে আবার ধর্ম্মের রাজ্য স্থাপিত হইল। হজরত মুসা এখন বনি-ইস্রাইলদিগকে ধর্ম্মের সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। একদিন উম্মত-গণের মধ্যে কেহ তাঁহার গুণগরিমায় মুগ্ধ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "হজরত। আপনার চেয়ে বড় আলিম আর কেহ দুনিয়াতে আছেন কি?" "নাই—" বলিয়া হজরত মুসা উত্তর দিলেন। অমনি দশদিক কাঁপাইয়া শব্দ হইল, "আয় মুসা! কে বলে নাই? তোমার চেয়ে জ্ঞানী হিজাজ প্রদেশে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। সেখানে গেলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পাইবে।"

হজরত মুসা কথিত মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া, পথের খোরাক সরূপ কিছু ভাজা মাছ ও ইউসা-ইবনে-মুনকে সঙ্গে করিয়া, হিজাজের উদ্দেশ্যে মিসর পরিত্যাগ করিলেন। কিছু দিন পথ চলিয়া উভয়ে এক ভীষণ মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অনতিদূরে তাঁহাদের সম্মুখে সাগর দেখিতে পাইয়া, উভয়ে তীরে গিয়া বিশ্রাম করিতে একখণ্ড পাথরের উপর বসিলেন। তারপর মুখ হাত ধুইয়া আহার করিয়া সুস্থ হইলেন। নমাজের সময় হইলে, সাগরের পানিতে অজু করিয়া নমাজ পড়িলেন। ইহার পর পুনরায় গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে উভয়ে রওয়ানা হইলেন। সাগর-পার বহিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক বৃদ্ধ গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন।

বৃদ্ধের আসন হইতে ভূষণ পর্য্যন্ত সবই সবুজ; তাঁহার চেহারা তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় জ্বলিতেছে।

হজরত মূসা পশ্চাৎ হইতে বৃদ্ধকে সালাম জানাইলেন। সালামের শব্দে বৃদ্ধ তাপসের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি মস্তকোত্তলন করিয়া উভয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

হজরত মূসা কহিলেন, "আমার নাম মূসা।"

বৃদ্ধ। তুমি কি বনি-ইস্‌রাইলদিগের পয়গম্বর মূসা?

মূসা। হাঁ—বলিয়া নীরব হইলেন। তারপর বৃদ্ধ তাপসকে আল্লাহ্‌-তা'আলার কথিত জ্ঞানী মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, পুনরায় কহিলেন, "হজরত! আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতে আমি সুদূর মিসর হইতে আসিয়াছি। আপনি নিজগুণে আপনার কণামাত্র জ্ঞান দান করিলে আমি নিজকে ধন্য মনে করিব।"

বৃদ্ধ। বৎস! আমার নাম খিজ্‌র। খিজ্‌রের শিষ্যত্বের গুরুভার বহন করা তোমার জন্য সম্ভব হইবে না। অতি সহিষ্ণু না হইলে কেহই আমার শিষ্যত্বের গৌরব লাভ করিতে পারে না। আল্লাহ্‌-তা'আলার স্নেহের পাত্র তুমি। এই কারণে তোমাকে এত কথা বলিলাম। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌-তা'আলার।"

মূসা। হজরত! আপনার কোনো কাজে বিচলিত হইয়া কদাচ আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, আপনাকে বিরক্ত করিব না। নিজগুণে আমাকে আপনার শিষ্যত্বের গৌরব প্রদান করুন।

বহু অনুরোধ-উপরোধের পর, হজরত খিজ্‌র তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর ইউসাকে বিদায় দিয়া,

গুরু-শিষ্যে এক মনে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন তাঁহাদের সম্মুখে এক মস্ত বড় নদী; কিছুক্ষণ পর উভয়ে দেখিতে পাইলেন কয়েকজন লোক একখানা ক্ষুদ্র নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে। নৌকার লোকগণ হজরত খিজ্‌রকে চিনিতে পারিয়া, উভয়কে নৌকায় তুলিয়া লইয়া, নদী পার করিয়া দিল। নৌকা হইতে নামিবার কালে, হজরত খিজ্‌র পুরস্কার স্বরূপ হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া, নৌকার তলদেশে একটী বড় ছিদ্র করিয়া দিলেন; নৌকা খানা অচিরেই নদীর কিনারায় ডুবিয়া গেল। ইহাতে হজরত মুসা নেহায়েৎ দুঃখিত হইয়া, হজরত খিজ্‌রকে ইহার জন্য অনুযোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সত্বরই নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া বড়ই লজ্জিত হইলেন।

উভয়ে পুনরায় পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই একজন বণিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; ইহাদের মধ্যে একটী অতি সুন্দর বালকও ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিল। হজরত খিজ্‌র অন্যমনস্কভাবে তরবারীর এক আঘাতেই উক্ত বালকের মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধরাশায়ী করিলেন।

হজরত মুসা পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারের কথা ভুলিয়া গিয়া, বালকের জন্য দুঃখ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হায় হায়! বিনা অপরাধে শিশু হত্যা।" ইহাতে হজরত খিজ্‌র তাঁহাকে ধমক দিয়া থামাইয়া দিলেন। স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া, হজরত মুসা বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হজরত খিজ্‌র কিছু না বলিয়া নীরবে আবার পথ চলিয়া যাইতে লাগিলেন। হজরত মুসা অপরাধীর মত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অনবরত পথ চলিতে চলিতে ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া

উভয়ে পথি পার্শ্বস্থ এক গ্রামে উঠিয়া, আহারের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া কোথাও আহারের যোগাড় হইল না। উভয়ে বিষণ্ন মনে গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ভুকা অবস্থায় রজনী যাপন করিলেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। গ্রামের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটী অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাচীর কুব্জ পৃষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে। সামান্য আঘাতেই ইহা ভূমিসাৎ হইবে। হজরত খিজ্‌র স্বহস্তে টিপিয়া বক্র প্রাচীরটী ঠিক করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া হজরত মুসা বলিলেন, "এই কি সমুচিত বিধান? সমস্ত দিন হাঁটিয়া এই গ্রামে এক মুটো অন্নের যোগাড় হইল না; আর আপনি মজুরী বিনা তাহাদের ভগ্ন দেওয়াল মেরামত করিয়া দিলেন।" এইবার হজরত খিজ্‌র রাগিয়া কহিলেন, "এখন হইতে তোমার আমার পার্থক্য নিশ্চয়। তথাপি যে তিনটী বিষয়ের জন্য তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে, তাহার যথার্থ মর্ম্ম আমার নিকট হইতে অবগত হইয়া যাও। নৌকা ছিদ্র করিয়া দেওয়াতে তুমি বেজাই বিরক্ত হইয়াছিলে। কয়েকজন নিতান্ত নিঃস্ব লোক সপরিবারে উক্ত নৌকার সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। নৌকাখানাও বেশ সুন্দর এবং নিখুঁত। আর সামান্য দূর গেলেই এক জালিম বাদশাহ কর্ত্তৃক নৌকাখানা জোর-জবরদস্তিতে ছিনাইয়া লওয়া হইত। আমি লাঠির আঘাতে নৌকার তলদেশ ছিদ্র করিয়া দেওয়াতে ইহা রক্ষা হইল; এখন তাহারা নৌকাখানা মেরামত করিয়া লইলেই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন বিঘ্ন হইবে না। তারপর ছেলের বধে তুমি শিহরিয়া উঠিয়াছিলে। ছেলেটীর মাতাপিতা অতি নেককার লোক, তাহারা জীবনে কখনও পাপ করে নাই।

ছেলেটী পরিণামে দুরন্তের একশেষ হইবে, জগতে এমন কোন পাপ কার্য্য নাই যাহা করিতে সে পরাঙ্মুখ হইবে। এই কারণে মূলেই তাহার ধ্বংস সাধন করিলাম। আল্লাহ্-তা'আলা তাহার জনকজননীকে পুণ্যবান সন্তান সন্ততি দ্বারা তুষ্ট * করিবেন। সকলের শেষে প্রাচীর মেরামতের কথা। এই প্রাচীরের তলদেশে দুইটী পুণ্যাত্মা পিতৃহীন শিশুর অগাধ ধন সঞ্চিত আছে। তাহাদের পিতা মৃত্যুকালে উক্ত ধন রাখিয়া গিয়াছেন। পরিণামে উক্ত ধনের অধিকাংশই বালকদ্বয় কর্তৃক সৎপথে ব্যয়িত হইবে। যদি অদ্যই দেয়াল ভূমিসাৎ হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ধন রত্নই অপরের হস্তগত হইবে। এই জন্যই আমি উক্ত দেয়ালের পুনঃ সংস্কার করিয়া, এই ধন রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। এই সকল কার্য্য করিয়া আমি আল্লাহ্-তা'আলার আদেশই প্রতিপালন করিয়াছি মাত্র।"

বাক্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই হজরত খিজ্র কোথা মিশাইয়া গেলেন! বহু অন্বেষণেও আর তাঁহাকে পাওয়া গেল না।

* কথিত আছে যে, উক্ত ছেলে নিধনের পর তাহার মাতাপিতার অনবরত রোদনের ফলে, খোদাতা'আলা তাহাদিগকে এক নেককার অদ্বিতীয় রূপবতী কন্যারত্ন দান করিয়া, তাঁহাদের পুত্রশোক দূরীভূত করিয়াছিলেন। উক্ত কন্যার সন্তান সন্ততি হইতে সত্তর জন শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ভূমিষ্ট হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

৭

হজরত মূসার শেষ জীবন।

হজরত মূসা জীবনের বাকী দিন নিরিবিলি কাটাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বনি-ইস্রাইলগণ শেষ জীবনেও তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুখভোগ করিতে দেয় নাই।

হজরত মূসার কালে, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ হইয়া প্রকাশ্য স্থানে এক ঘাটে গোসল করিত। হজরত ইহাতে নিতান্ত লজ্জা অনুভব করিয়া একাকী আলাদা ঘাটে গোসল করিতেন। এই কারণে ইস্রাইলদিগের মনে সন্দেহ হইল যে, নিশ্চই তাঁহার কোষবৃদ্ধি রোগ আছে; না হইলে খামাখাই কি জন্যই তিনি আলাদা ঘাটে গোসল করিবেন। তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, নানা কল্পনা জল্পনা করিতে শুরু করিল। এদিকে মেহেরবান আল্লাহ্-তা'আলা তাঁহার অপবাদ স্খালনের উপায় স্থির করিলেন।

এই সময়ে একদিন হজরত ঘাটের উপরিস্থ একখণ্ড পাথরের উপর কাপড়-চোপড় রাখিয়া পানিতে নামিলেন; ঘাটের অনতি দূরে বহু লোক দাঁড়াইয়া অস্ফুট স্বরে কি বলাবলি করিতে লাগিল এবং অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহাদের কার্য্যকলাপের দিকে হজরতের মোটেই লক্ষ্য ছিল না। তিনি হাঁটু পরিমাণ পানিতে নামিয়া অজু করিতে শুরু করিলেন। এদিকে অচল পাথরখণ্ড কাপড় সহ সমবেত লোকজনের দিকে দৌড়াইয়া চলিল। হজরত পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার কাপড় সহ পাথর চলিয়া যাইতেছে। তিনি

তৎক্ষণাৎ তীরে উঠিয়া, কাপড় ফিরিয়া পাইবার জন্য পাথরকে লক্ষ্য করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। পাথর তাঁহার ডাকে কান দিবে কেন? এক দৌড়ে সমবেত লোকজনের মধ্যে গিয়া হাজির হইল। হজরত ইহার পশ্চাতে দৌড়াইয়া গিয়া সজোরে পাথরের বুকে লাঠি দ্বারা আঘাত করিলেন। ইহার ফলে, পাথরের বুকে দাগ বসিয়া গেল এবং সেই দাগ হইতে দ্বাদশটী পরম রমণীয় নির্ঝর তরতর বহিয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে ইস্রাইলদিগের সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া গেল।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই আমিন-বিন্-রাহীল নামক জনৈক ধনী ব্যক্তি অতি গোপনে নিহত হয়। প্রত্যুষে তাহার লাশ জনসাধারণের রাস্তার উপর পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়; কিন্তু হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে সেই সময়ের আইন-কানুন অনুযায়ী গ্রামবাসীদিগের নিকটে ইহার কৈফিয়ৎ তলব করা হইল। নিরীহ লোকগণ ভাবিয়া হয়রান হইয়া, ইহার অনুসন্ধান করিয়া দিবার জন্য হজরত মূসাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিল। গ্রামবাসীদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, এই হত্যার কূলকিনারা করিবার জন্য তিনি আল্লাহ্-তা'আলার বরাবরে আরজ করিলেন।

শবদেহের সাক্ষ্য দান।

শব্দ হইল, "হে মূসা! সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর একটী নিখুঁত গরু কোরবানী করিয়া, উহার গোশ্‌ত হইতে এক টুক্‌রা লইয়া মৃতদেহে স্পর্শ করাইলেই লাশে প্রাণ ফিরিয়া আসিবে; তখন সহজেই হত্যাকারীর অনুসন্ধান হইবে।"

যথা সময়ে আল্লাহ্-তা'আলার নামে গরু কোরবানী করা হইল। কোরবানীর গোশ্‌ত হইতে এক টুক্‌রা লইয়া মৃত দেহে স্পর্শ করান হইল।

আল্লাহ্-তা'আলার হুকুমে শবদেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। রাহীলের ভ্রাতুষ্পুত্র নিরপরাধে তাহাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া, সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া, তাহার লাশ আবার তখনি প্রাণহীন অবস্থায় মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িল। যথা সময়ে জানাজা ও কাফন-দফনের কাজ শেষ করিয়া, সর্ব্বাগ্রে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইল। কোরবানীর গোশ্ত আগুনে পুড়াইয়া ছাইগুলি হজরত হারুনকে দেওয়া হইল। কথিত আছে যে, সেই-ছাই দ্বারা কালে কালে এইরূপ বহু সমস্যার মীমাংসা হইয়াছিল।

রাহীলের মৃত দেহের সাক্ষ্য প্রদানের কিছুকাল পরে, দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিল। ক্রমাগত কয়েক মাস ধরিয়া আকাশে মেঘ দেখা গেল না; পানির অভাবে কোথাও শ্যামল তৃণলতা র'হল না— সব শুকাইয়া গেল। খাদ্যাভাবে সকলেই জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলেই জ্ঞাত ছিল যে, হজরত মূসা দোয়া করিলে সহজেই বৃষ্টি হইবে; অতএব সকলে মিলিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিল। হজরত ইস্রাইলগণ সহ এক ময়দানে জমা হইয়া, বৃষ্টির জন্য আল্লাহ্-তা'আলার কাছে দোয়া করিলেন। কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বিন্দুমাত্রও বৃষ্টি হইল না। ইহাতে হজরত মূসা উদ্বিগ্নচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, নীরবে আল্লাহ্-তা'আলার কাছে আরজ করিলেন, "হে প্রভো! তুমিই আমাকে পয়গম্বর করিয়া পয়দা করিয়াছ, এবং আমার দোয়া কবুল করিবে বলিয়া তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছ। তবে কেন প্রভো! আজ দোয়া কবুল করিলে না?" অমনি শব্দ হইল, "হে মূসা! তোমার দোয়া কবুল হইয়াছে। কিন্তু গতকল্য তোমার দলে জনৈক নিন্দক থাকাতে বৃষ্টি হয় নাই।" হজরত মূসা পুনরায় নিবেদন করিলেন,

নিন্দকের কার্য্য।

"হে প্রভো! ঐ ব্যক্তি কে তাহা আমাকে জানাইয়া দাও।" শব্দ হইল, "হে মুসা! পরের নিন্দায় আমারও আত্মগ্লানী হয়। ইহার উপর আমার দ্বারাই পরের নিন্দা করাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছ; বরং তুমি বনি-ইস্রাইলদিগের নিকট প্রকাশ কর যে, আগামী কল্য তুমি বৃষ্টির জন্য পুনরায় দোয়া করিবে; সেই সময়ে কোনও নিন্দক যেন তোমার সঙ্গীদের মধ্যে না থাকে।"

যথা সময়ে আল্লাহ্-তা'আলার হুকুম অনুযায়ী কার্য্য হইল। নিন্দক ভীত হইয়া সে দিন তাঁহাদের সঙ্গে দোয়া করিতে যায় নাই। দোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুষল ধারায় ঝম্‌ঝম্ রবে বৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলেই বৃষ্টির পানিতে ভিজিতে ভিজিতে হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে

শয়তানের ঋণ পরিশোধ।

এক দিবস শয়তান আসিয়া হজরত মূসাকে বিনীত ভাবে কহিল, "হজরত। খোদা আপনাকে পয়গম্বর করিয়া পয়দা করিয়াছেন এবং আপনার সহিত কথাবার্ত্তাও বলিয়াছেন। অতএব আপনি আমার জন্য খোদার কাছে আরজ করুন যেন তিনি আমার দোয়া কবুল করেন। সত্যই আমার তৌবা করিতে ইচ্ছা হয়।"

শয়তানের কথা শুনিয়া হজরত দোয়া করিলেন। অমনি শব্দ হইল, "হে মূসা! তোমার অনুরোধে আমি তাহার তৌবা কবুল করিলাম, কিন্তু আদমের কবরকে কেবলা করিয়া একবার তাহাকে সিজদা করিতে বল।" হজরত মূসা শয়তানকে খোদার হুকুম জানাইলেন। ইহাতে শয়তান উত্তর করিল, "হজরত! আদমকে কেবলা করিয়া জীবিত অবস্থায়ও সিজদা করি নাই, আর আজ মৃত আদমের কবরকে কেবলা

করিয়া কিরূপে সিজ্‌দা করিব? হজরত! আপনি আমার জন্য সাফায়েৎ করিয়াছেন। অতএব আমি আপনার নিকট ঋণী। এই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমি আপনার উম্মতদিগকে তিনটী বিষয়ে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিতেছি। আপনিও তাহাদিগকে উক্ত তিন বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়া দিবেন। তাঁহারা যেন আমার কবল হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করে। তাহারা যখন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠে, তখন তাহাদের ধৈর্য্য মোটেই থাকে না এবং তাহাদের ইন্দ্রিয় ও বিবেক শক্তি সম্পূর্ণ আমার আয়ত্ত থাকে। তখন আমি তাহাদের দ্বারা আমার ইপ্সিত কার্য্য করাইয়া লইতে পারি। অতএব রাগের সময় যেন তাহারা ধীর স্থির ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। তারপর তাহারা যখন ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে রণক্ষেত্রে যায়, তখন আমি তাহাদের নির্ভীক প্রাণে নিরাশার ছায়াপাত করিয়া তাহাদের হৃদয়ের পুণ্যরাশি অপসারিত করিয়া লই। সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা মোহবশে রণস্থল পরিত্যাগ করিতে চায়। অতএব তাহারা সে সময় যেন বুদ্ধিমানের মত কার্য্যে তৎপর হইয়া থাকে। তাহারা যখন পর স্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে পতিত হয়, তখন আমি তাহাদের দেহে ও মনে একটা শিহরণ জাগাইয়া দিই; ইহার ফলে উভয়ের রক্ত গরম হইয়া উঠে। পরিশেষে তাহারা স্বেচ্ছায় কুকর্ম্মে লিপ্ত হয়; সুতরাং সে সময়ে যেন তাহারা আমার প্রভাব হইতে বাঁচিয়া থাকে।”

দিন কাটিতে লাগিল। একদা হজরত মূসা জ্ঞাত হইলেন যে, ভ্রাতা হারুনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। অতএব তিনি আল্লাহ্-তা‘আলার আদেশ অনুসারে হারুনকে সঙ্গে করিয়া পরিজন সহ সবিক নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পথ অতিক্রম করিবার পর,

৬

সম্মুখে এক সুরম্য স্থান দৃষ্টিগোচর হইল। চারিদিকে সারি সারি মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্ম্য, মধ্যে চত্বর, চত্বরের কোণে কোণে সুন্দর বাগান, বাগানে ছোট বড় মনোহর গাছ। বাগানের মধ্যস্থলে কারুকার্য্য খচিত এক বিচিত্র শয্যা। ইহার উপর বসিয়া খানিক বিশ্রাম করিবার জন্য হারুনের বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি বিনীতভাবে হজরত মূসাকে কহিলেন, "ভাই, এই স্থানে বসিয়া খানিক বিশ্রাম করিতে আমার বড়ই সাধ হইয়াছে। আপনি যদি আমার সহিত বিশ্রাম করেন, তাহা হইলেই আমার সাধ পূর্ণ হয়।" হজরত মূসা ইহাতে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, ভ্রাতার সহিত শয্যায় বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলেন। হজরত হারুন প্রথমেই গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। খোদার হুকুমে শয়ন মাত্রই তাঁহার জান কবজ হইয়া গেল। হজরত মূসা ভ্রাতার কাফন দফনের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সুরম্য স্থান বিচিত্র শয্যা ও লাশসহ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

হজরত হারুনের মৃত্যু

হজরত মূসা ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া উম্মতগণের সম্মুখে ভ্রাতার দেহত্যাগের বিবরণ বিবৃত করিলেন। কিন্তু ইস্রাইলদিগের কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিল না। পক্ষান্তরে ভ্রাতৃহন্তা বলিয়া তাঁহাকে সকলেই দোষী সাব্যস্ত করিল। নিজের দোষ স্খালন করিবার জন্য সিব্তিদিগকে হারুনের লাশ দেখাইয়া, তাহাদের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে, অল্লাহ্-তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিলেন। ভক্তের আকুল আবেদন গ্রাহ্য হইল। হারুনের লাশ শয্যাসহ সর্ব্বসমক্ষে হাজির হইয়া আল্লাহ্-তা'আলার আদেশে নিজে উঠিয়া জবাবদিহি করিয়া কহিল,

"আমাকে কেহ হত্যা করে নাই; খোদার ইচ্ছায় আমার মৃত্যু হইয়াছে।" বাক্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই শয্যা সহ লাশ অন্তর্দ্ধান হইল। ঠিক এই স্থানেই ইস্‌রাইলগণ হজরত হারুনের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিল।

হজরত হারুনের মৃত্যুর কিছুকাল মধ্যে হজরত মূসা স্বীয় আয়ুর স্বল্পতা অনুভব করিলেন। তিনি ইস্‌রাইলদিগকে একত্র করিয়া ধর্ম্মের বিষয়ে নানা উপদেশ দান করিলেন ও মহাগ্রন্থ তৌরতের পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করিয়া লইতে হুকুম করিলেন। তিনি নিজেও একখণ্ড লিখিয়া হজরত জিবরাইল দ্বারা সংশোধন করাইয়া, ইস্‌রাইলদিগের জন্য রক্ষা করিলেন। ইহার পর ইস্‌রাইলদিগকে আল্লাহ্-তা'আলার মঙ্গলময় হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার পর য়ূসাকে যেন তাহারা হজরতের ন্যায় জ্ঞান করে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলে। ইস্‌রাইলগণ হজরত মূসার পর হজরত য়ূসাকে তাহাদের পয়গম্বররূপে মান্য করিতে স্বীকৃত হইয়া, অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিল। উম্মতগণের পরিণামের ব্যবস্থার পর, হজরত মূসা পুনরায় খোদার সহিত বাক্যালাপের প্রার্থনা করিলেন। তাহার দোয়া কবুল হইলে, তূর পর্ব্বতে গমনের আদেশ হইল। তিনি হৃষ্টচিত্তে তূরের দিকে যাত্রা করিলেন। চলিতে চলিতে শিশু সন্তানদিগের রক্ষাবেক্ষণের চিন্তা তাহার মনে উদয় হওয়াতে তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ শব্দ হইল, "তোমার হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা সজোরে ভূতলে আঘাত কর।" হুকুম তামিল হইল; সঙ্গে সঙ্গেই কুল কুল রবে এক বিশাল নদী বহিয়া চলিল।

আবার হুকুম হইল, "পানিতে লাঠি দ্বারা আঘাত কর।" হুকুম তামিল হইল। তৎক্ষণাৎ নদী গর্ভ হইতে এক বৃহৎ পাষাণ ভাসিয়া উঠিল।

পুনরায় শব্দ হইল, "পাষাণ গাত্রে আঘাত কর।"

হুকুম তামিল হইলে অমনি কঠিন প্রস্তর ফাটিয়া গিয়া, ভিতর হইতে একটি কীট বাহির হইল। ইহার মুখে সবুজ তৃণ অথচ তসবিহ্ করিতেছে, "সকল প্রশংসা আল্লাহ্-তা'আলায়। তিনি ভূতলের অতল তলস্থিত সমুদ্র গর্ভজাত কঠিন শিলা খণ্ডের ভিতরে আমাকে রাখিয়া, আমার অনুরূপ খাদ্য যোগাইতেছেন। অথচ স্বীয় করুণা বলে সর্ব্বদা আমার মিনতি পূর্ণ আবেদন গ্রহণ করিয়া আমার সংবাদ রাখিতেছেন।"

হজরত মূসা ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অমনি শব্দ হইল, "হে মূসা! সপ্ততল ভূগর্ভ নিহিত প্রস্তর গর্ভবাসী কীটকেও আমি ভুলি না। তবে ধরাপৃষ্ঠবাসী তোমার সন্তানদিগকে কিরূপে ভুলিয়া থাকিতে পারি।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া হজরত মূসা লজ্জিত হইয়া আপন গন্তব্য পথে চলিলেন। কিছুদূর যাইয়া পথি পার্শ্বস্থ গিরিকন্দরে এক ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কোথায় এবং কি উদ্দেশ্যে তিনি যাইতেছেন, ফকীর হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত উত্তর করিলেন, "আমি খোদার সহিত কালাম করিতে তূর পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিয়াছি। ইহাতে ফকীর বলিলেন, "হজরত! আপনি আমার পক্ষ হইতে খোদার নিকট এই আরজ করিবেন যে, আমি অদ্য হইতে খোদাকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়াছি। অতএব আমার পরিণাম কি হইবে?" ফকীরের কথায় ক্ষুব্ধ হইয়া হজরত মূসা চলিয়া গেলেন। পরিশেষে তূর পর্ব্বতে গিয়া যথা সময়ে কালাম ও মোনাজাত সমাধা করিয়া বাড়ী ফিরিতে মনস্থ করিলেন।

অমনি শব্দ হইল "হে মুসা! পথি মধ্যে কেহ কি তোমাকে কোন কথা বলিয়াছিল?"

হজরত নতশিরে উত্তর করিলেন, "হে খোদা! তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তোমার অবিদিত কিছুই নাই। তোমার বান্দা কিরূপ রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে তাহা তুমি সম্পূর্ণ জ্ঞাত। আমি তাহার কথা উচ্চারণ করিয়া আমার জিহ্বা অপবিত্র করিতে চাই না।"

আদেশ হইল, "হে মুসা। ফকীরের কথা তোমার মুখেই শুনিতে চাই।"

অগত্যা বাধ্য হইয়া হজরত মুসা ফকীরের কথা পুনরাবৃত্তি করিলেন।

প্রত্যুত্তরে শব্দ হইল, "মুসা" তুমি গিয়া আমার বান্দাকে বলিবে যে সে আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

অনন্তর হজরত মুসা গৃহে ফিরিবার কালে ফকীরকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাপন করাইলেন। অমনি ফকীর ভূতলে মস্তকাঘাত করিয়া কহিল "প্রভো! তোমার অজস্র করুণার তলে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি।" তারপর মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলে দেখিতে দেখিতে ফকীরের প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল।

হজরত মুসা সন্তপ্তচিত্তে বাড়ী ফিরিলেন। তূর হইতে প্রত্যাগত হইবার কিছুকাল পরই একদা হজরত আজরাইল আসিয়া বলিলেন, "হজরত! আমি আপনার প্রাণ লইতে আসিয়াছি।" ইহাতে হজরত মুসা রাগিয়া, হজরত আজরাইলের গণ্ডদেশে বিষম চপেটাঘাত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন, "আপনার হাতে যেন আমার প্রাণ না যায়।" ভীষণ আঘাতে হজরত আজরাইলের ডান চোখের তারা খসিয়া পড়িল।

হজরত আজরাইল বিফল মনোরথ হইয়া, আল্লাহ্-তা'আলার কাছে আরজ করিলেন, "হে খোদা, হজরত মুসার জান কবজ করিতে গিয়া আজ আমার এই দশা হইয়াছে।"

খোদার হুকুমে তাঁহার চক্ষুর তারা ঠিক হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হইল, "আয় আজরাইল! তুমি পুনরায় হজরত মূসার কাছে গিয়া বল যদি তিনি দুনিয়াতে আরও থাকিতে ইচ্ছা করেন তবে যেন একটী শাদা গরুর কটিদেশে হস্তার্পণ করেন। তাঁহার হাতের নীচে যতগুলি লোম পতিত হইবে, তিনি আরও তত বছর জীবিত থাকিবেন। কিন্তু এই সঙ্গে বলিয়া দিবে যে ইহার পরও তাঁহাকে মওতের পিয়ালা পান করিতে হইবে।"

আল্লাহ্-তা'আলার আদেশে হজরত আজরাইল হজরত মূসার সম্মুখে হাজির হইয়া আল্লাহ্-তা'আলার হুকুম তাঁহাকে অবগত করাইলেন। ইহাতে হজরত মুসা কহিলেন, "যদি মওতের পিয়ালা পান করিতেই হয় তবে দুই দিন আগে পান করাই ভাল।"—ইহা বলিয়া আল্লাহ্-তা'আলায় উদ্দেশ্যে তিনি দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া কহিলেন, "হে নিখিল নাথ! তুমি আমাকে পবিত্র বয়তুল মুকাদ্দসের নিকটবর্ত্তী করিয়া দাও।" ভক্তের আকুল আবেদন মঞ্জুর হইল। দোয়া করিয়াই তিনি অন্যমনস্কভাবে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কিছুদুর গিয়া একদল লোককে কবর খনন করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই সব! এমন সুন্দর কবর কাহার জন্য রচিত হইতেছে?"

"আল্লাহ্-তা'আলার জনৈক দোস্তের জন্য তৈয়ার হইতেছে।"

ইহাতে হজরত মুসা আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "হায়! আমার জন্য এমন সুন্দর কবর তৈয়ার হইলে মরণ আমার কতই না সুখের হইত।"—ইহার পর তিনি গোরখানদিগের হুকুম লইয়া কবরে নামিয়া শয়ন করিয়া দেখিলেন ইহা তাঁহার পরিমিত হয় কি না। ঠিক এই সময়ে হজরত জিবরাইল একটী ছেফসহ আসিয়া উহা হজরত মুসার নাকের সম্মুখে ধরিলেন। ইহার ঘ্রাণ লওয়ার পরই দেখিতে দেখিতে একশত তেত্রিস বৎসর বয়সে, হজরত মুসা আলায়হেস সালাম এন্তেকাল করিলেন। ফেরেশ্‌তাগণ যথারীতি জানাজা শেষ করিয়া সেই কবরেই তাঁহার লাশ দফন করিলেন।*

---

* হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে-সাল্লাম বলিয়াছেন যে ফেরেশ্‌তাগণ হজরত মুসার জানাজা শেষ করিয়া কথিত কবরেই তাঁহাকে দফন করেন। হজরত মুসার কবর বয়তুল মুকাদ্দসের গৃহের এক কোণে খুবই নিকটে অবস্থিত। হজরত মোহাম্মদ নিশ্চয়ই এই কবর দেখাইতে পারিতেন কিন্তু আল্লাহ্-তা'আলার হুকুম না থাকায়, তিনি তাহা করেন নাই।—মেশ্‌কাত শরীফ।

সমাপ্ত

কাজ যেখানে হিমালয় প্রমাণ, সেখানে কথার
আলো জ্বালাইবার প্রয়োজন নাই।

বাহির হইয়াছে! **বাহির হইয়াছে!!**

একটা নতুন চেতনা, একটা নতুন প্রেরণা, একটা নতুন ভঙ্গিমা আর
বর্ত্তমানের হুবহু চিত্র—বর্ত্তমান সমস্যায় মুসলমানের মুক্তির দিশা বুকে করিয়া
বাঙ্গালার দিশে-হারা সুপ্ত মুস্‌লিম সমাজকে জাগাইতে
ইস্‌রাফীলের শিঙ্গা নিয়া
আপনাদের চিরপরিচিত বাঙ্গালার একমাত্র
মুস্‌লিম ঐতিহাসিক ও নাট্যকার
আলি আক্‌বর খান, বি-এ সাহেবের—
যুগান্তরকারী ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

বাবর শাহ

'বাবর শাহ'র পরিচয় দিবে বাবর শাহ্‌। হিন্দুস্থানে মুঘল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা, ইস্‌লামের বিজয় বৈজয়ন্তীর বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ, পুরুষকারের আদর্শ, এসিয়ার মনীষী, ষোড়শ শতাব্দীর রণ-দেবতা, অধ্যবসায়ে মূর্ত্ত-বিকাশ, মুস্‌লিম প্রতিভার দীপ্ত সূর্য্য, ইস্‌লামের মূর্ত্ত-প্রেরণা, জীবন-পথের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, মুস্‌লিমের ভাবী জাতীয় জীবনের আলোক স্তম্ভ, সেই-পুরুষসিংহ ত্যাগী মনস্বী মুঘল-বীর বাবরের জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনা ও বৈচিত্রময় চিত্র। আর বাল্য প্রণয়ের অনল স্মৃতি, জীবনের ব্যর্থতার মাঝে মুক্তির দিশা—জাতীয় জাগরণের উদ্দীপনা, স্বদেশ প্রেমের উচ্ছ্বাস, হিন্দু-মুস্‌লিম-মিলনের ব্যর্থ প্রয়াস—নন-কো-অপারেশনের ব্যর্থতা—হিন্দু-মুস্‌লিমে বিচ্ছেদ, ইস্‌লামের বিশ্ব-মানবতার মাঝে মুস্‌লিমের মুক্তি। ভাবে-ভাষায়, নাটকীয় ভঙ্গিমায়, ঘটনা বৈচিত্র্যে, চরিত্র সৃষ্টিতে ও বার্ত্তালাপে চূড়ান্ত-অপূর্ব্ব আর উজ্জ্বলে-মধুরে।

বর্ত্তমান সমস্তায়—জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে পথ-হারা হলে মুসলমানের আজ চলবে না। চৌদিক থেকে দুশ্‌মনের হামলার মুখে মুসলমানকে মানুষের মত সরল-সোজা উঁচু মাথা করে, আত্মার অসীম বিশ্বাস আর সহিষ্ণুতার বর্ম্ম পরে, শ্রান্তিহীন গতির মাঝে, আপনাকে লাভ করবার জন্য আজ "তুমি জাগো" রবে দাঁড়াতে হবে। তবে না মুস্‌লিমের পায়ে দুশ্‌মনের শির লুটিয়ে পড়বে—তবে না বিস্মিত আতঙ্কে মুস্‌লিমের দিকে দুশ্‌মন চেয়ে থাকবে।—তবে না ইস্‌লামের বিজয়-শিঙ্গা আবার ঘণ রোলে বেজে উঠবে—তবে না এ-দেশ আবার বুঝবে ইস্‌লামের সার্থকতা কোথায়?—বাঙ্গালার দিশে-হারা সুপ্ত মুস্‌লিমকে জাগাতে আজ আমাদের মাঝে চাই সিক্রির রণক্ষেত্রে হিন্দুর দর্প চূর্ণকারী সেই পুরুষ সিংহ বাবরের কর্ম্মময় জীবনের ইঙ্গিত—বাবরের আত্মার বল, সহিষ্ণুতা, পৌরষ আর জ্বল-জেন্ত মূর্ত্ত প্রেরণা।—এতখানি নিয়ে 'বাবর শাহ' আজ মুস্‌লিম বাঙ্গালার দুয়ারে ডাক দিয়েছে। সবাই 'বাবর শাহ'কে বরণ করে নিয়ে জীবন-পথে অগ্রসর হউন—জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী বন্ধুরূপে 'বাবর শাহ' মুসলিমের জাতীয় জীবনের আলোক স্তম্ভের কাজ করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।—

হিন্দু নাট্যকার—হিন্দু ঔপন্যাসিক সবাই একজোট হয়ে এতকাল থেকে আঘাতের পথ আঘাত দিয়া বাঙ্গালার মুসলমানের প্রাণে কত না ক্ষত তৈরী করে আস্‌ছে।—আর কত না তৈরী কর্ব্বার আয়োজন করছে। সেই-ক্ষত মুছায়ে, হিন্দু নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকের শতাব্দীব্যাপী পুঞ্জিভুত বেদনার জ্বালা জুড়াইতে হইলে 'বাবর-শাহ' পড়ুন—ভাবুন—আর ভবিষ্যতের জন্য হুঁশিয়ার হউন। মনে রাখবেন দীন ইস্‌লাম আপনার আর আপনি দীন ইস্‌লামের। 'বাবর শাহ' এই দীনের সম্পদ। দীনের সম্পদের জন্য দেড় টাকা বেশী কিছু নয়।

আর

সেই-বাবর শা'র বুকের উজ্জল রত্ন-পুত্র হুমায়ুনের দুর্ভাগ্যময় জীবন-স্মৃতি

হুমায়ুনের আত্ম-জীবনী

সমসাময়িক মুস্‌লিম ভারতের কথা তজ-কেরাতুল-ওকীয়াতের

বাঙ্গালা অনুবাদ। দাম পাঁচ সিকা।

সেই হুমায়ুনের জীবনের এক অপূর্ব্ব অধ্যায়—মহত্বের বিরাট কীর্ত্তি স্তম্ভ

ভিশ্‌তি-বাদশাহ্

নাটক—অদ্ভুত অপূর্ব্ব অথচ জীবন্ত ঐতিহাসিক সত্য। দাম আট আনা।

ভুঁইয়ার মসনদ

নাটক—বাঙ্গালায় মুসলিম বীর্য্যের অপূর্ব্ব অবদান। বাঙ্গালার বড়

ভুঁইয়া বাঙ্গালী বীর ইসা খাঁর জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী—

স্বদেশ-স্বজাতী প্রেমের পাকা সোনায় তৈরি।

বোগদাদী কথা

নামেই পুস্তকের পরিচয়। হাসির হর্‌রা-আনন্দের ফোয়ারা।

দাম দশ আনা।

খান সাহেবের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান—জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার

ফল—দীনের সম্পদ

দীনিয়াত শিক্ষা

নমাজ-রোজা, দোয়া-দরূদ, মসলা-মাসায়েল ও আর আর দীনিয়াত

শিক্ষা বিষয়ক শুধু হৃষ্ট-স্নিগ্ধ-সুন্দর-বিশুদ্ধ কিতাব।

দাম সাত আনা।

ভারতের ইতিহাসে অসাধারণ গবেষণার শ্রেষ্ঠ অবদান

হিন্দুস্থানের ইতিহাস

নিখুঁত-খাটী-জলজেন্ত সত্য ও নির্ভীক ইতিহাস।

তারপর—

মুস্‌লিম মহিলা সাহিত্যিক

নার্গিস্ আসার খানম সাহেবার

অগ্নিময়ী লেখনী প্রসূত

উপন্যাসের উজ্জ্বল মরকত-মণি—আর্টের চূড়ান্ত

তহ্‌মিনা

মেয়েদের হাতে নিঃসঙ্কোচে দিবার মত উপহার—মেয়েদের প্রাণের জিনিস। দেশ প্রেমের পাকা সোনায় তৈরি। অপূর্ব্ব সৃষ্টি আর নারী জীবনের দুঃখ-জাগানিয়া অশ্রুময় করুণ কাহিনী। নারীত্বের গৌরব সমুজ্জ্বল ইতিহাস। পড়িতে পড়িতে আপন-হারা হইবেন—তহ্‌মিনার দুঃখে পাষাণ-চাপে-বাঁধা বুকে বেদনা জাগিবে, রুক্ষ চোখেও অশ্রু ঝরিবে। আজো কত জনম দুঃখিনীর মরমের ব্যথা তহ্‌মিনার দীর্ঘ নিশ্বাসে মিশিয়া যায়। তাই গ্রন্থকর্ত্রী তহ্‌মিনার দুঃখে হৃদয়ের ঝরা অশ্রু মিশাইয়া বড় বেদনায় লিখেছেন—তোমরা যে কেহ তহ্‌মিনার দুঃখ-জাগানিয়া কাহিনী পড়্‌বে তার দুঃখে দু'ফোটা অশ্রু ফেলো যে—তাতেও যদি জনম দুঃখিনী তহ্‌মিনার সান্ত্বনা হয়।—আর তার মত দুঃখিনী কখনো কাহারো নজরে পড়ে, তাকে মানুষের চোখ দিয়ে দেখো যেন। দাম চৌদ্দ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

মৌলভী আলতাফ আলি খান

ভারতী লাইব্রেরী

বাঙ্গালাবাজার

ঢাকা